কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

اَلْقُرْآنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

اَلصَّفُّ السَّادِسُ لِلدَّاخِلِ

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْقُرْآنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল
ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর এ. কে. এম ইয়াকুব হোসাইন
মাওলানা আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ
মাওলানা আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম
মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৮
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তাকওয়াসম্পন্ন, সৎ এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নৈতিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৎ ও দক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি এবং কুরআন মাজিদ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-কুরআনুল করীম' এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রফেসর মিঞা মোঃ নূরুল হক
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

প্রথম অধ্যায়
কুরআন মাজিদের পরিচয় ও ইতিহাস

১ম পাঠ : কুরআন মাজিদের পরিচয় ১
২য় পাঠ : কুরআন মাজিদ শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত ৩

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাজভিদসহ পঠন এবং অর্থসহ মুখস্থকরণ

১. সূরা কারিয়া ৮
২. সূরা তাকাসুর ৯
৩. সূরা আসর ১০
৪. সূরা হুমাযাহ ১০
৫. সূরা ফিল ১১
৬. সূরা কুরাইশ ১১
৭. সূরা মাউন ১২
৮. সূরা কাওসার ১২
৯. সূরা কাফিরুন ১৩
১০. সূরা নাছর ১৩
১১. সূরা লাহাব ১৪

তৃতীয় অধ্যায়
কুরআন মাজিদ
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইমান

১ম পাঠ : আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান ১৫
২য় পাঠ : নবি ও রাসুলদের প্রতি ইমান ২২
৩য় পাঠ : পরকালের প্রতি ইমান ২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাহারাত

১ম পাঠ : অজু ও তায়াম্মুমের বিধান ৩৬
২য় পাঠ : গোসল ও এস্তেঞ্জার নিয়মকানুন ৪৩
৩য় পাঠ : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আখলাক
(ক) আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্র

১ম পাঠ : সালাম বিনিময় ৫৪
২য় পাঠ : তাওয়াক্কুল ৫৯
৩য় পাঠ : সত্যবাদিতা ৬৪
৪র্থ পাঠ : মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ ৬৯

(খ) আখলাকে যামিমা বা অসৎচরিত্র

১ম পাঠ : মিথ্যার কুফল ৭৫
২য় পাঠ : অহংকারের পরিণতি ৮১
৩য় পাঠ : পরনিন্দা ৮৭
৪র্থ পাঠ : অপচয় ৯৩

চতুর্থ অধ্যায়
তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ : তাজভিদের গুরুত্ব ও পরিচয় ৯৮
২য় পাঠ : আরবি হরফসমূহের মাখরাজের বিবরণ ৯৯
৩য় পাঠ : নুন সাকিন ও তানভিনের বিধান ১০০
৪র্থ পাঠ : মিম সাকিনের বিধান ১০৩
৫ম পাঠ : মাদ্দের বিবরণ ১০৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়
কুরআন মাজিদের পরিচয় ও ইতিহাস

প্রথম পাঠ
কুরআন মাজিদের পরিচয়

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত সর্বশেষ আসমানি কিতাব। ইহা মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলার পথে পরিচালিত করার সুমহান লক্ষ্যে সর্বশেষ রাসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর জিবরীল আমিনের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে আরবি ভাষায় নাজিল করা হয়।

শাব্দিক বিশ্লেষণ

قُرْآنٌ শব্দটি মূলত فُعْلَانٌ ওজনে মাসদার (উৎস)। মূল অক্ষর হচ্ছে ق - ر - ء (قَرْءٌ) অর্থ পড়া, পাঠ করা। এখানে اَلْقُرْآنُ শব্দটি اَلْمَقْرُوْءُ (পঠিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা اَلْقُرْآنُ শব্দটি تَوْرَاة এবং اِنْجِيْل এর ন্যায় একটি আসমানি গ্রন্থের মৌলিক নাম।

পারিভাষিক বিশ্লেষণ

কুরআন হচ্ছে- ক. আল্লাহ তাআলার কালাম;
খ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ;
গ. মাসহাফে (গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ;
ঘ. অসংখ্য ধারায় সুদৃঢ়ভাবে বর্ণিত; এবং
ঙ. যাবতীয় সন্দেহের অবকাশ থেকে মুক্ত পবিত্র গ্রন্থ।

নামকরণ: কুরআন মাজিদের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন–

১. اَلْقُرْآنُ অর্থ اَلْكِتَابُ الْمَقْرُوْءُ (পঠিত গ্রন্থ)। অন্যান্য আসমানি কিতাব অপেক্ষা কুরআন মাজিদ অধিক পরিমাণে পঠিত হয় বিধায় এ গ্রন্থটিকে اَلْقُرْآنُ বলা হয়।

২. اَلْقُرْآنُ শব্দটি قَرْنٌ উৎস থেকে নির্গত। যার অর্থ মিলিত হওয়া। যেহেতু কুরআন মাজিদের সূরা, আয়াত এবং অক্ষরসমূহ একটি অপরটির সাথে মিলিত, এজন্য এ গ্রন্থটিকে اَلْقُرْآنُ বলা হয়।

৩. اَلْقُرْآنُ শব্দটি قَرْءٌ উৎস থেকে গৃহীত। অর্থ জমা করা, একত্রিত করা। যেহেতু কুরআন মাজিদ সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস-ভাণ্ডার, সেহেতু একে اَلْقُرْآنُ নামে নামকরণ করা হয়।

ইতিহাস

কুরআন মাজিদ সর্বকালের সকল স্তরের মানুষের জন্য একমাত্র হিদায়াত গ্রন্থ। যাতে রয়েছে মানব জীবনের সকল বিষয়ের আলোচনা এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধান। আরব ভূ-খণ্ডসহ সমগ্র বিশ্ব যখন অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এমনকি পবিত্র কাবাঘর পর্যন্ত মূর্তিপূজার কেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল, তেমনি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পবিত্র মক্কা নগরীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি মক্কা মোয়াজ্জামার অদূরে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হয়ে পথহারা মানব জাতির হিদায়াতের উপায় নিয়ে ভাবতে লাগলেন। দিন দিন তিনি নির্জন হয়ে পড়লেন। একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব নাজিলের পূর্বে রাসুল (ﷺ)কে প্রস্তুত করে তোলা হয়। কেননা, তাঁর উপর এমন এক মহান কিতাব নাজিল হওয়ার সময় অত্যাসন্ন, যা সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর নাজিল করা হলে পাহাড়ও আল্লাহ তাআলার ভয়ে বিগলিত হয়ে যেত। দিবা-রাত্রি নিরিবিলি ইবাদতে আত্মনিয়োগের পর রমজান মাসে জিবরীল আমিন তাঁর কাছে সর্বপ্রথম ওহি নিয়ে আগমন করেন এবং সূরা আলাক এর প্রথম পাঁচ আয়াত নাজিল হয়। সেদিন থেকে কুরআন নাজিল শুরু হয়। নাজিলের এই প্রাথমিক অবস্থায় নবি করিম (ﷺ) নাজিলকৃত আয়াতসমূহ মুখস্থ করে রাখেন। পরবর্তীতে পশুর চামড়ায়, হাড়ে, গাছের ছালে, শুকনো পাতায় ও প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়।

কুরআন মাজিদের গঠন ও কাঠামো

কুরআন মাজিদে সর্বমোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৬টি মাক্কি এবং ২৮টি মাদানি। প্রথম সূরা আল-ফাতিহা এবং শেষ সূরা আন-নাস। কুরআন মাজিদের সর্বক্ষুদ্র আয়াত হচ্ছে ثُمَّ نَظَرَ এবং সর্ববৃহৎ আয়াত হচ্ছে সূরা বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত। কুরআন মাজিদের মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। সূরা হিসেবে আল-বাকারা সর্ববৃহৎ এবং সূরা আল-কাওসার সবচেয়ে ছোট। তেলাওয়াতের সুবিধার্থে কুরআন মাজিদকে ৩০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর একেকটি ভাগকে আরবিতে جُزْءٌ ও ফারসিতে 'পারা' বলে।

নামাজে তেলাওয়াতের সুবিধার্থে সমগ্র কুরআন মাজিদকে ৫৪০টি রুকুতে ও ৭টি মঞ্জিলে বিভক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ

কুরআন মাজিদ শিক্ষার গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শিক্ষার গুরুত্ব

কুরআন মাজিদ মানব জাতির হিদায়াতের জন্য অবতারিত। মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনা করার জন্য কুরআন মাজিদে পরিপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মহানবি (ﷺ)-কে একাধিক উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ... الخ (البقرة-١٢٩)

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ কর– যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৯)

তাছাড়া কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য তা শিক্ষার বিকল্প নেই। হাদিস শরিফে কুরআন মাজিদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ)

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন মাজিদ শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারি) কুরআন মাজিদ শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহানবি (ﷺ) আরো বলেন–

اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)

অর্থাৎ যার মধ্যে কুরআন মাজিদের কিছু মাত্র নেই, সে উজাড় গৃহের মতো। (তিরমিজি)

আর নামাজে কুরআন মাজিদ পাঠ করা ফরজ বিধায় প্রয়োজন পরিমাণ তা শিক্ষা করা ফরজ।

কুরআন মাজিদ শিক্ষার ফজিলত: কুরআন মাজিদ শিক্ষার ফজিলত অনেক। যেমন–

১. হাদিসে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ هُوَ مَاهِرٌ بِهٖ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ هُوَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَّهٗ اَجْرَانِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ)

যে কুরআন মাজিদ পড়ে এবং তাতে সে অভিজ্ঞ, সে ঐসব ফেরেস্তাদের সাথে থাকবেন যারা আল্লাহর অনুগত, মর্যাদাবান ও লেখক এবং যে শেখার সময় তো-তো করে কষ্ট করে কুরআন মাজিদ পড়ে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব। (নাসায়ি)

২. অন্য হাদিসে এসেছে–

اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ اَهْلُ اللّٰهِ وَ خَاصَّتُهُ (رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اَنَسٍ)

নিশ্চয় মানুষের মধ্য হতে আল্লাহর একদল আহল আছে। বলা হলো, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ) তারা কারা? তিনি বললেন, যারা কুরআনের আহল, তারাই আল্লাহর আহল ও বিশেষ লোক। (আহমদ)

৩. কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। হাদিসে আছে–

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ـ لَا اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ بَلْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَ لَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব হতে একটি হরফ পড়বে, সে একটি নেকি লাভ করবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আমি বলি না الٓمٓ একটি হরফ। বরং اَلِفٌ (বর্ণটি) একটি হরফ, لَامٌ (বর্ণটি) একটি হরফ এবং مِيْمٌ (বর্ণটি) একটি হরফ।

মোটকথা কুরআন মাজিদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনেক সম্মান এবং ফজিলত কুরআন মাজিদে ও হাদিসে বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. কুরআন মাজিদ নাজিল হয় কত বছর ধরে?

ক. ২২ খ. ২৩

গ. ২৪ ঘ. ২৫

২. কুরআনকে কুরআন বলার কারণ কী?

ক. মানুষের জন্য সংবিধান হওয়ায়

খ. অধিক পরিমাণে পঠিত হওয়ায়

গ. সত্য ও বাস্তব উপদেশ থাকায়

ঘ. তাওহিদ ও রেসালাতের আয়াত থাকায়

৩. কুরআন মাজিদ নাজিল-এর মূল উদ্দেশ্য কী?

ক. মানুষের হিদায়েত খ. শুধুমাত্র তিলাওয়াত

গ. সাওয়াব অর্জন ঘ. আরবি ভাষা শিক্ষা

৪. যে কুরআন মাজিদ শিক্ষা দেয় সে কেমন?

ক. উত্তম খ. সর্বোত্তম

গ. ভালো ঘ. জান্নাতি

৫. অনুগত মর্যাদাবান ফেরেস্তাদের সাথে কে থাকবেন?

ক. বেশি সালাত আদায়কারীগণ খ. বেশি রোযা পালনকারীগণ

গ. কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঘ. বেশি বেশি দানকারীগণ

৬. الم আয়াত তিলাওয়াত করলে কতটি নেকি লাভ হয়?

ক. ১০ খ. ২০

গ. ৩০ ঘ. ৪০

৭. কুরআন মাজিদে মাক্কি সূরা কতটি?

ক. ৮০টি খ. ৮২টি

গ. ৮৪টি ঘ. ৮৬টি

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুরআন মাজিদের পরিচয় দাও।

২. কুরআন মাজিদ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট বর্ণনা কর।

৩. কুরআন মাজিদ নাযিলের উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে লেখ।

৪. নিচের আয়াতটির অর্থ লেখ :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাজভিদসহ কুরআন পঠন এবং অর্থসহ মুখস্থকরণ

কুরআন মাজিদ হলো আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত এক মহাগ্রন্থ। তাই তার পঠনবিধিও নির্ধারিত। হজরত জিবরাইল (عليه السلام) প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর কাছে তাজভিদসহ কুরআন মাজিদ পাঠ করে শোনাতেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাজভিদসহ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا (المزمل-٤) অর্থাৎ, আর কুরআন তিলাওয়াত কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। (সূরা মুযাম্মিল, ৪)

তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী তিলাওয়াত না করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। এমন ক অশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত করায় পাপ হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবেয়ি মাইমুন ইবনে মেহরান বলেন–

رُبَّ تَالٍ لِّلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

অর্থাৎ "কুরআনের এমন কিছু পাঠক আছে যাদেরকে কুরআন অভিশাপ দেয়।"

কিয়ামতের ময়দানে তাজভিদসহ কুরআন মাজিদ পাঠকারীর পক্ষে উহা সাক্ষী হবে। আর ভুল পাঠকারীর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তাই তাজভিদের জ্ঞান অর্জন করা অতীব জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জাজরি বলেন–

اَلْاَخْذُ بِالتَّجْوِيْدِ حَتْمٌ لَّازِمٌ + مَنْ لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ اٰثِمٌ

"তাজভিদকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক, যে কুরআন মাজিদকে তাজভিদসহ পড়ে না সে পাপী।"

তাই ইলমে তাজভিদের কায়দাগুলো জানা অতীব জরুরি। কুরআন মাজিদকে তাজভিদ অনুযায়ী পড়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক একে মর্মসহ মুখস্থ করাও জরুরি। কেননা প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থ করা ও তার ব্যাখ্যা জানা ফরজে আইন। অবশ্য, পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করা ও সমগ্র কুরআনের ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া। কুরআন মাজিদকে অর্থসহ বুঝা এবং তা নিয়ে গবেষণার তাকিদও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

"اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا" (محمد- ٢٤)

তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদ, ২৪)

কুরআন মাজিদ মানব জাতির দিশারী। তাছাড়া দৈনন্দিন ফরজ ইবাদত তথা সালাত আদায়ের জন্য তা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ সালাতে কিরাত পড়া ফরজ। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন- فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ কাজেই তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য পড়। (সূরা মুজ্জামিল: ২০) হাদিস শরিফে আছে- خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয় (বুখারি)।

কুরআন মাজিদ নাজিলের পর নবি করিম (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে তা মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) কুরআন হতে যা শিক্ষা করতেন তা বাস্তব জীবনে আমল করতেন। কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে তা মুখস্থ করে নেয়ার দিকটাকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া নামাজে যে কিরাত পড়তে হয় তাও মুখস্থই পড়তে হয়। দেখে তিলাওয়াত করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে হাদিসে বলা হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَعَى الْقُرْآنَ (رواه الحاكم عن ابى امامة)

যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করে ধারণ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন না। মোটকথা, কুরআন মাজিদ শিক্ষার ক্ষেত্রে উহা মুখস্থ করণের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মুখস্থ ও অনুবাদ শিক্ষার নিমিত্ত ১১টি সূরা প্রদত্ত হলো।

১. সূরা কারিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত	অনুবাদ
١. اَلْقَارِعَةُ	১. মহাপ্রলয়,
٢. مَا الْقَارِعَةُ	২. মহাপ্রলয় কী?
٣. وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ	৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান ?
٤. يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ	৪. সেই দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত
٥. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ	৫. এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মত।

অনুবাদ	আয়াত
৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে,	٦. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
৭. সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।	٧. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
৮. কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে	٨. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
৯. তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।	٩. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
১০. তুমি কি জান তা কী?	١٠. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
১১. তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।	١١. نَارٌ حَامِيَةٌ

২. সূরা তাকাসুর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রেখেছে,	١. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ
২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।	٢. حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
৩. এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে;	٣. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।	٤. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
৫. সাবধান! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান রাখতে, (তবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।)	٥. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ
৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই ;	٦. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ
৭. অতঃপর, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে,	٧. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ
৮. এরপর অবশ্যই সেই দিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।	٨. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

৩. সূরা আসর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. মহাকালের শপথ, ২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, ৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।	١. وَالْعَصْرِ ٢. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ٣. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

৪. সূরা হুমাযাহ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে; ২. যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে; ৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে; ৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; ৫. তুমি কি জান হুতামা কী ? ৬. এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, ৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করবে; ৮. নিশ্চয়ই এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে ৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।	١. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ٢. الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ٣. يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ٤. كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ٥. وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ٦. نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ٧. الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ٨. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ٩. فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

৫. সূরা ফিল

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত	অনুবাদ
١. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ	১. আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন?
٢. اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ	২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি?
٣. وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ	৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন,
٤. تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ	৪. যারা তাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।
٥. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ	৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করেন।

৬. সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত	অনুবাদ
١. لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ	১. যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে,
٢. اِيْلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ	২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের
٣. فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ	৩.অতএব, তারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের,
٤. الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ	৪.যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

৭. সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে হিসাব প্রতিদানকে অস্বীকার করে? ২. সে তো সে-ই, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাঁড়িয়ে দেয় ৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। ৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, ৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।	١. اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ٢. فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ٣. وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ٤. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ٥. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ٦. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ٧. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

৮. সূরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি। ২. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর। ৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।	١. اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ٢. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٣. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

৯. সূরা কাফিরুন

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. বলুন, হে কাফেররা! ২. আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। ৩. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি, ৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসতেছ। ৫. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। ৬. তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।	١. قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ٢. لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ٣. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٤. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ٥. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٦. لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

১০. সূরা নাছর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। ২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে। ৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো তওবা কবুলকারী।	١. اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ٢. وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ٣. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

১১. সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত সংখ্যা ০৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

অনুবাদ	আয়াত
১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।	١. تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ
২. তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি।	٢. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ
৩. অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে	٣. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
৪. এবং তার স্ত্রীও– যে ইন্ধন বহন করে,	٤. وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
৫. তার গলায় পাকানো রশি।	٥. فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

তৃতীয় অধ্যায়
কুরআন মাজিদ

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইমান

প্রথম পাঠ
আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলা হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। তাই তাঁকে রব এবং ইলাহ হিসেবে মান্য করা এবং তার প্রতি ইমান আনা সকল জিন ও ইনসানের উপর অবশ্য কর্তব্য। তাঁর জাত ও সিফাত এর উপর বিশ্বাস রাখার গুরুত্ব, বিশেষ করে তাঁর একত্ববাদের প্রতি ইমান আনার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
২৫৫. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছু তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সর্বোচ্চ, সুমহান। (সূরা বাকারা, ২৫৫)	٢٥٥ ـ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ .

আয়াত	অনুবাদ
شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.	১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান, ১৮)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اللّٰهُ : সৃষ্টিকর্তার জাত নাম। কারো কারো মতে, শব্দটি الإله থেকে উদ্ভুত। তবে বিশুদ্ধ কথা হলো এটি مشتق নয়, বরং علم

إِلٰهٌ : শব্দটি فعال ওজনে صفة مشبهة - মাসদার الألوهية অর্থ প্রভু বা ইবাদতের হকদার তথা মাবুদ।

اَلْحَيُّ : চিরঞ্জীব; القيوم - চিরস্থায়ী।

لَا تَأْخُذُ : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ ধরে না, গ্রহণ করে না।

يَشْفَعُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الشفاعة মাদ্দাহ ش+ف+ع জিনস صحيح অর্থ সে সুপারিশ করবে।

يَعْلَمُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ জানে বা জানবে।

خَلْفَهُم : তাদের পিছনে।

لَا يُحِيْطُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحاطة মাদ্দাহ ح+و+ط জিনস أجوف واوي অর্থ তারা বেষ্টন করতে পারে না।

شَاءَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার المشيئة মাদ্দাহ ش+ي+ء জিনস مركب অর্থ সে চায়।

وَسِعَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার الوسع / السعة মাদ্দাহ و+س+ع জিনস مثال واوي অর্থ ব্যাপৃত হয়েছে।

كُرْسِيُّهُ : তার চেয়ার বা সিংহাসন। كرسي শব্দটি একবচন, বহুবচনে كراسي কুরসি আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট সৃষ্টি, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। ه : শব্দটি ضمير مجرور متصل

اَلسَّمٰوٰتُ : বহুবচন, একবচনে السماء অর্থ আকাশসমূহ।

لَا يَؤُدُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الأود মাদ্দাহ أ+و+د জিনস مركب অর্থ ক্লান্ত করে না।

اَلْمَلَائِكَةُ : শব্দটি الملك শব্দের جمع مكسر অর্থ ফেরেশতা। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নূরের তৈরি জীব বিশেষ, যারা সর্বদা তার নির্দেশ পালনে ব্যস্ত।

اَلْقِسْطُ : ন্যায়পরায়ণতা, এটা বাবে ضرب এর মাসদার।

তারকিব

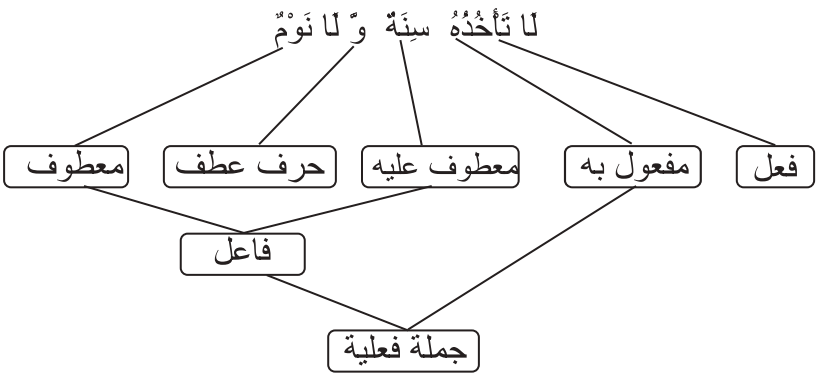

মূল বক্তব্য

প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, সৃষ্টি জগতে তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সবকিছুর জ্ঞান তার করায়ত্তে। তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান করেন। তার কুরসি আসমান ও জমিনব্যাপী রয়েছে। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহর একত্ববাদের স্বাক্ষীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত

সূরা আল-বাকারার ২৫৫ নম্বর আয়াতকে বলা হয় আয়াতুল কুরসি। আয়াতুল কুরসির অনেক ফজিলত আছে। নাসায়ি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, রসুল (ﷺ) এরশাদ করেছেন, যে লোক প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো অন্তরায় থাকে না। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের আরাম উপভোগ করতে শুরু করবে।

টীকা

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ - এর ব্যাখ্যা

অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের অবস্থা জানেন। অতএব আয়াতের অর্থ হবে- কোনো কোনো বিষয়ে মানুষের জ্ঞান আছে। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। সমস্ত বিষয়ের উপরই তার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ -এর ব্যাখ্যা

কিয়ামতের ময়দানে যখন প্রত্যেকে আপন আপন চিন্তায় অস্থির হয়ে যাবে। এমনকি লোকেরা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেখে পলায়ন করতে থাকবে। সেদিন অপরাধীদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে সুপারিশ করতে পারবেন। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। হাদিস শরিফে আছে, কিয়ামতে সুপারিশ করবেন নবিগণ, আলেমগণ অতঃপর শহিদগণ। (মেশকাত)

ইমানের পরিচয়

إيمان শব্দটি বাবে إفعال এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ- স্বীকৃতি দেওয়া ও বিশ্বাস করা। পরিভাষায় ইমান বলা হয়- নবি করিম (ﷺ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি অন্তরের বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া। আর তা কাজে পরিণত করা হলো ইমানের পূর্ণতা।

ইমানের মৌলিক শাখা ৬টি। যথা–

(১) আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান (২) ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান

(৩) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান (৪) নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান

(৫) আখিরাতের প্রতি ইমান (৬) তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি ইমান।

আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এর অপর নাম তাওহিদ।

আল্লাহর প্রতি ইমানের দিকসমূহ

১. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ বলুন 'তিনিই আল্লাহ, এক–অদ্বিতীয়। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا অর্থাৎ যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। (সূরা আম্বিয়া, ২২)

২. আল্লাহ তাআলা শরিকমুক্ত। অর্থাৎ তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি সত্তাগত, সিফাতগত এবং কর্মগত সকল দিক থেকে লা-শরিক। অর্থাৎ তিনি জাতগতভাবে এক ও একক। অনুরূপ তার গুণেও কারো অংশ নেই। অংশীদার নেই তার কর্মেরও। যেমন: তিনি কুরআনে মাজিদে বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন- لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ ـ الخ "তাঁর কোন শরিক নাই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি।"

৩. তার কোনো তুলনা নেই। যেমন: আল্লাহ তাআলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ অর্থাৎ, কোন কিছুই তার সদৃশ নয়। আল্লাহ বলেন, اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

৪. আল্লাহ আদি এবং অন্ত। অর্থাৎ তার পূর্বে কিছুই ছিল না এবং সব কিছু যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখনো তিনি থাকবেন। যেমন আল্লাহর ঘোষণা–هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব কিছুই নশ্বর। অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।

৫. আল্লাহ যখন যা ইচ্ছা করতে পারেন। যেমন আল্লাহ বলেন- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

আয়াতের শিক্ষা

১. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।
২. তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।
৩. আসমান জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি।
৪. যে কোনো অবস্থার জ্ঞান তার কাছে আছে।
৫. আসমান জমিনের কোনো কিছুই তার কর্তৃত্বের বাহিরে নয়।
৬. আল্লাহ সুমহান ও শ্রেষ্ঠ।
৭. আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ফেরেশতা ও আলেমগণ সাক্ষ্য দেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. شَـاءَ শব্দের মাদ্দাহ বা মূল বর্ণ কী কী?

ক. ء + ي + ش
খ. ي + ء + ش
গ. ء + و + ش
ঘ. و + ء + ش

২. إيمان কোন বাবের মাসদার?

ক. تـفـعـيـل
খ. ضـرب
গ. مـفـاعـلـة
ঘ. إفـعـال

৩. কিয়ামতে সুপারিশ করবেন কারা?

ক. ব্যবসায়ীগণ
খ. ধনীগণ
গ. আলেমগণ
ঘ. জিন জাতি

৪. ইমানের মৌলিক শাখা কয়টি?

ক. ৫টি
খ. ৬টি
গ. ৭টি
ঘ. ৮টি

৫. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রমাণ কোনটি?

ক. اَللّٰهُ الصَّمَدُ
খ. حَسْبُنَا اللّٰهُ
গ. سُبْحَانَ اللّٰهُ
ঘ. اَلْحَمْدُ لله

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ :

১. সূরা কাওসার আরবিতে লেখ।

২. الايمان-এর মৌলিক শাখা কয়টি ও কী কী।

৩. বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

৪. সূরা আসর-এর অনুবাদ লেখ।

৫. তাহকিক করো :

يَشْفَعُ - يَعْلَمُ - وَسِعَ - اَلْمَلَائِكَةُ

দ্বিতীয় পাঠ
নবি ও রাসুলগণের প্রতি ইমান

নবি-রাসুলগণ এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত প্রতিনিধি। তাদের আনুগত্য করা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের নামান্তর। তাইতো নবি-রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস করা ইমানের অন্যতম রোকন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
২৮৫. রাসুল, তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তার ফেরেশতাগণে, তার কিতাবসমূহে এবং তার রাসুলগণে ইমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, 'আমরা তার রাসুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না', আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।' (সূরা বাকারা, ২৮৫)	(٢٨٥) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ
৮৪. বলুন, আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ইসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা প্রদান করা হয়েছে তাতে ইমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তারই নিকট আত্মসমর্পণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৮৪)	(٨٤) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اٰمَنَ : ছিগাহ ماضي مثبت معروف واحد مذكر غائب বাহাছ إفعال বাব الإيمان মাসদার মাদ্দাহ ن + م + أ জিনস مهموز فاء অর্থ সে ইমান আনল।

اَلرَّسُوْلُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে الرسل অর্থ (আল্লাহ কর্তৃক) প্রেরিত পুরুষ।

اُنْزِلَ : ছিগাহ ماضي مثبت مجهول واحد مذكر غائب বাহাছ إفعال বাব الإنزال মাদ্দাহ ل + ز + ن জিনস صحيح অর্থ নাজিল করা হয়েছে।

اَلْمُؤْمِنُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ ن + م + أ জিনস مهموز فاء অর্থ মুমিনগণ।

اَلْمَلَائِكَةُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে مَلَك অর্থ ফেরেশতাগণ।

كُتُبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে كتاب অর্থ লিখিত পুস্তক। এখানে কিতাব দ্বারা আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য।

لَا نُفَرِّقُ : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع منفي معروف বাব تفعيل মাসদার التفريق মাদ্দাহ ف + ر + ق জিনস صحيحঅর্থ আমরা পার্থক্য করি না।

قَالُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ل + و + ق জিনস أجوف واوي অর্থ তারা বলে।

سَمِعْنَا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার السمع মাদ্দাহ س + م + ع জিনস صحيحঅর্থ আমরা শুনেছি।

اَطَعْنَا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط + و + ع জিনস أجوف واوي অর্থ আমরা আনুগত্য পোষণ করেছি।

اَلْاَسْبَاط : বহুবচন, একবচনে سِبْط অর্থ বংশধর।

اُوْتِيَ : ছিগাহ ماضي مثبت مجهول واحد مذكر غائب বাহাছ إفعال বাব الإيتاء মাদ্দাহ ي + ت + أ জিনস مركب অর্থ তাকে প্রদান করা হয়েছে।

مُسْلِمُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسلام মাদ্দাহ س + ل + م

জিনস صحيح অর্থ মুসলিমগণ।

তারকিবঃ

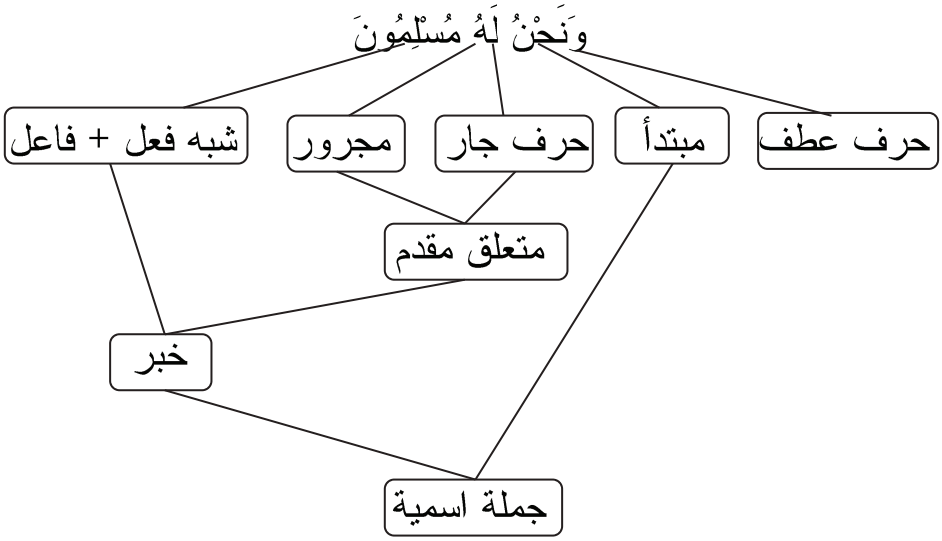

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো- ইমানের ক্ষেত্রে সকল নবি রসুলকে সমান মূল্যায়ন করা। ইহুদিরা শুধু বনি ইসরাইলের নবিদের প্রতি ইমান আনে, আর ইসা (عليه السلام) কে অস্বীকার করে। আর খ্রিস্টানরা মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদি কোনো নবির মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে না। বরং তারা সকলের প্রতি ইমান রাখে।

টীকা

نَبِيٌّ ও رَسُوْل এর পরিচয় : نَـبِـيٌّ শব্দটি نباء থেকে গৃহীত, যার অর্থ সংবাদদাতা। পরিভাষায়- আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নবি বলে। আর رَسُـوْل শব্দটি رسالة থেকে এসেছে। অর্থ দূত, প্রেরিত পুরুষ। পরিভাষায়- যাকে মানুষের কাছে নতুন শরিয়ত বা কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাকে رَسُـوْل বলে।

رَسُـوْل ও نَـبِـيٌّ শব্দ দুটি প্রায় কাছাকাছি অর্থবিশিষ্ট। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, যিনি رَسُـوْل তাকে নতুন কিতাব বা শরিয়ত দেওয়া হয়েছে। আর নবিকে তা দেওয়া হয়নি, বরং তিনি পূর্ববর্তী রসুলের শরিয়াত অনুযায়ী দীন প্রচার করেন।

নবি-রাসুলগণের সংখ্যা

নবি-রাসুলদের সংখ্যা সম্পর্কে মুসনাদে আহমদে হাদিস এসেছে–

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَمْ وَفَاءَ عِدَّةِ الْاَنْبِيَاءِ ـ قَالَ مِاَةُ اَلْفٍ وَّ اَرْبَعَةٌ وَّ عِشْرُوْنَ اَلْفًا ـ الرَّسُوْلُ مِنْ ذٰلِكَ ثَلَاثُ مِاَةٍ وَّ خَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

হজরত আবু উমামা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু জার (رضي الله عنه) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! (ﷺ) নবিদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে রাসুল হলেন ৩১৫ জন। (আহমদ)

এঁদের মধ্যে প্রথম নবি ও রাসুল হজরত আদম আ. আর সর্বশেষ নবি ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)।

যে সব নবি-রাসুলগণের নাম কুরআন মাজিদে আছে

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ـ [سُوْرَةُ النِّسَآء- ١٦٤]

অর্থাৎ, অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসুল, যাদের কথা তোমাকে বলি নাই এবং মুসার সাথে আল্লাহ বাক্যালাপ করেছিলেন। (সূরা নিসা, ১৬৪)

সুতরাং বুঝা গেল, সকল নবির নাম জানা সম্ভব নয়। তবে আল কুরআনে ২৫ জন নবির নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেন: (১) হজরত আদম (عليه السلام) (২) নুহ (عليه السلام) (৩) ইব্রাহিম (عليه السلام) (৪) ইসমাইল (عليه السلام) (৫) ইসহাক (عليه السلام) (৬) ইয়াকুব (عليه السلام) (৭) দাউদ (عليه السلام) (৮) সুলাইমান (عليه السلام) (৯) আইয়ুব (عليه السلام) (১০) ইউসুফ (عليه السلام) (১১) মুসা (عليه السلام) (১২) হারুন (عليه السلام) (১৩) জাকারিয়া (عليه السلام) (১৪) ইয়াহইয়াহ (عليه السلام) (১৫) ইদ্রিস (عليه السلام) (১৬) ইউনুস (عليه السلام) (১৭) হুদ (عليه السلام) (১৮) শুয়াইব (عليه السلام) (১৯) ছালেহ (عليه السلام) (২০) লুৎ (عليه السلام) (২১) ইলিয়াস (عليه السلام) (২২) আলইসায়া (عليه السلام) (২৩) জুলকিফল (عليه السلام) (২৪) ইসা (عليه السلام) (২৫) হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

এঁদের মধ্যে নুহ (عليه السلام), ইব্রাহিম (عليه السلام), মুসা (عليه السلام), ঈসা (عليه السلام) ও হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে اُولُوا الْعَزْمِ পয়গম্বর বলা হয়। কেননা, তারা দ্বীন প্রচারে বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন।

নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমানের স্বরূপ

নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমানের স্বরূপ হলো, যাদের নাম এবং তাদের উপর নাজিলকৃত কিতাবের নাম জানা যায় তাদের ব্যাপারে তাদের কর্মসহ বিস্তারিত বিশ্বাস করতে হবে। আর যাদের নাম জানা যায় না তাদের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে যাকে নবি হিসেবে পাঠিয়েছেন তাঁরা সবাই সত্য এবং তারা সকলে সঠিকভাবে দ্বীন প্রচার করেছেন।

وَالْاَسْبَاطِ - এর ব্যাখ্যা

কুরআন মাজিদে হজরত ইয়াকুব (عليه السلام)- এর বংশধরকে اَسْبَاط শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এটা سِبْطٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গোত্র, দল বা বংশধর। তাদেরকে اَسْبَاط বলার কারণ এই যে, ইয়াকুব (عليه السلام)- এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল ১২ জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা একটি করে গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা তার বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হজরত ইউসুফ (عليه السلام) এর কাছে মিশরে যান, তখন তার সন্তান ছিল ১২ জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবেলার পর মুসা (عليه السلام) যখন মিশর থেকে বনি ইসরাইলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তার সাথে ইয়াকুব (عليه السلام)- এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি করে গোত্র ছিল। তার বংশে আল্লাহ তাআলা আরো একটি বরকত দান করেছেন এই যে, অধিকাংশ নবি ও রাসুল ইয়াকুব (عليه السلام)-এর বংশে এসেছেন।

لَا نُفَرِّقُ - এর ব্যাখ্যা

আমরা নবিদের মাঝে পার্থক্য করি না। এর অর্থ এই নয় যে, কোনো নবিকে অন্য নবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না। বরং এর অর্থ হলো কোনো নবিকে বিশ্বাস করা আর কাউকে বিশ্বাস না করা। যেমনটা আহলে কিতাবের অভ্যাস ছিল। কেননা تَفْرِيْقٌ ও تَفْضِيْلٌ তথা পৃথক করা ও প্রাধান্য দেওয়া এক নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

এই রাসুলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা বাকারা, ২৫৩)

হাদিস শরিফে আছে-

اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِىْ لِوَآءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ

وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِيْ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الاَرْضُ وَلاَ فَخْرَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ)

আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সর্দার হব। তবে অহংকার করি না। আমার হাতে প্রশংসার পতাকা থাকবে। তবে অহংকার করি না। আদমসহ সকল নবি সেদিন আমার পতাকার নিচে থাকবে। আর আমাকে প্রথম জমিন ভেদ করে ওঠানো হবে। তবে অহংকার করি না। (তিরমিজি)

নবি ও রাসুলগণের প্রতি ইমানের দিকসমূহ

১. প্রথম নবি ও রাসুল হজরত আদম (عليه السلام)।

২. শেষ নবি ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)।

৩. পাঁচজন নবিকে اُولُوا الْعَزْمِ নবি বলা হয়। তারা হলেন নুহ (عليه السلام), ইব্রাহিম (عليه السلام), মুসা (عليه السلام), ঈসা (عليه السلام) এবং মুহাম্মদ (ﷺ)।

৪. মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ তথা সর্বশেষ নবি। মুহাম্মদ (ﷺ) কে শেষ নবি হিসেবে না মেনে কেউ যদি নিজে নবি দাবি করে বা তাঁর পরে আরো নবি আসবে বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে নিশ্চিত কাফের হিসেবে গণ্য হবে। তাই মহানবি (ﷺ) এর পরে যুগে যুগে যেই নবি দাবি করেছে বা করবে তারা সবাই তাদের অনুসারীসহ কাফের।

৫. পূর্ববর্তী নবিদের শরিয়তে যেসব বিষয় বৈধ ছিল সেগুলো যদি শরিয়তে মুহাম্মদির সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাহলে তাও আমলযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য।

৬. নবি-রাসুলগণের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। এর মধ্যে রাসুলদের সংখ্যা ৩১৫ জন।

৭. নবি ও রাসুলগণ মাছুম বা গুনাহমুক্ত ও ভুলের উর্ধ্বে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. নবি ও রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস এবং তাদের উপর অবতীর্ণ অহির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের মৌলিক অংশ।

২. তাঁদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা জরুরি।

৩. নবি-রাসুলদের মাঝে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পার্থক্য করা যাবে না।

৪. অহি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

৫. সকল মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

৬. ইয়াকুব (عليه السلام) এর সবিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. اَلْمُؤْمِنُوْنَ এর بحث কী?

ক. اسم فاعل খ. اسم مفعول

গ. اسم ظرف ঘ. اسم آلة

২. প্রথম নবি কে?

ক. হজরত আদম (عليه السلام) খ. হজরত নূহ (عليه السلام)

গ. হজরত ঈসা (عليه السلام) ঘ. হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)

৩. الأسباط-এর একবচন কী?

ক. السبوط খ. السبط

গ. سبط ঘ. سبوط

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. নবি ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব লেখ।

২. 'নবি ও রাসূল'-এর পরিচয় দাও এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।

তৃতীয় পাঠ

পরকালের প্রতি ইমান

পরীক্ষা দিলে যেমন ফলাফল পাওয়া যায়, তদ্রূপ এ দুনিয়ার সকল কাজের প্রতিদানও একদিন পাওয়া যাবে। সে দিনকে পরকাল বা আখেরাত বলে। সে দিন সকল কাজের পুরস্কার দেওয়া হবে। ভালো হলে জান্নাত আর খারাপ হলে জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
٤- وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.	এবং তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তাতে যারা ইমান আনে ও আখেরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। (সূরা বাকারা, ৪)
١٨- وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ. বলেছেন–	তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। জালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। (সূরা গাফের, ১৮)
٩- يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.	স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাগাবুন, ৯)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

يُؤْمِنُوْنَ : ছিগাহ **جمع مذكر غائب** বাহাছ **مضارع مثبت معروف** বাব **إفعال** মাসদার **الإيمان** মাদ্দাহ ن + م + أ জিনস **مهموز فاء** অর্থ তারা বিশ্বাস করছে বা করবে।

أُنْزِلَ : ছিগাহ **واحد مذكر غائب** বাহাছ **ماضي مثبت مجهول** বাব **إفعال** মাসদার **الإنزال** মাদ্দাহ ن + ز+ ل জিনস **صحيح** অর্থ নাজিল করা হয়েছে।

يُوْقِنُوْنَ : ছিগাহ **جمع مذكر غائب** বাহাছ **مضارع مثبت معروف** বাব **إفعال** মাসদার **الإيقان** মাদ্দাহ ن + ق + ي জিনস **مثال يائي** অর্থ তারা দৃঢ় বিশ্বাস করবে।

اَنْذِرْهُمْ : **هم** শব্দটি **ضمير منصوب متصل** ছিগাহ **واحد مذكر حاضر** বাহাছ **أمر حاضر معروف** বাব **إفعال** মাসদার **الإنذار** মাদ্দাহ ر +ذ + ن জিনস **صحيح** অর্থ আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন।

قُلُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে **قلب** মাদ্দাহ ب + ل + ق জিনস **صحيح** অর্থ অন্তরসমূহ।

اَلْحَنَاجِرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচনে **حنجرة** অর্থ কণ্ঠনালীসমূহ।

كَاظِمِيْنَ : ছিগাহ **جمع مذكر** বাহাছ **اسم فاعل** বাব **ضرب** মাসদার **الكظم** মাদ্দাহ م + ظ + ك জিনস **صحيح** অর্থ দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা, রাগ হজমকারী।

لِلظَّالِمِيْنَ : এখানে ل শব্দটি **حرف جار** ছিগাহ **جمع مذكر** বাহাছ **اسم فاعل** বাব **ضرب** মাসদার **الظلم** মাদ্দাহ م + ل + ظ জিনস **صحيح** অর্থ জালিমগণ, অত্যাচারীগণ।

حَمِيْمٌ : শব্দটি **اسم جامد** একবচন, বহুবচনে **اَحِمَّاء** অর্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

يُطَاعُ : ছিগাহ مضارع مثبت مجهول বাহাছ واحد مذكر غائب বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ أجوف واوي অর্থ যার আনুগত্য করা যায়। জিনস ط + و+ ع

يَجْمَعُكُمْ : এখানে দু'টি শব্দ রয়েছে (يجمع + كم) كم শব্দটি ضمير منصوب متصل, يجمع ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব فتح মাসদার الجمع মাদ্দাহ صحيح অর্থ তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন। জিনস ج + م + ع

يَوْمٌ : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে أيام অর্থ দিন।

التَّغَابُنُ : বাবে تفاعل এর মাসদার, মাদ্দাহ غ + ب + ن অর্থ ধোঁকা দেওয়া, হার-জিত।

يُكَفِّرُ : ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব تفعيل মাসদার التكفير মাদ্দাহ ر+ ف + ك জিনস صحيح অর্থ তিনি মিটিয়ে দিবেন।

يُدْخِلْهُ : ه অক্ষরটি ضمير منصوب متصل, يدخل ছিগাহ مضارع مثبت বাহাছ واحد مذكر غائب বাব إفعال মাসদার الإدخال মাদ্দাহ د + خ + ل জিনস صحيح অর্থ তিনি তাকে معروف প্রবেশ করাবেন।

جَنَّاتٌ : শব্দটি বহুবচন, একবচন جنة মাদ্দাহ ج + ن + ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ: বাগানসমূহ, উদ্যানসমূহ।

تَجْرِيْ : ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مؤنث غائب বাব ضرب মাসদার الجريان মাদ্দাহ ي + ر + ج জিনস ناقص يائي অর্থ প্রবাহিত হবে।

الْعَظِيْمُ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার العظمة মাদ্দাহ م + ظ + ع জিনস صحيح অর্থ মহান, বিশাল।

তারকিব

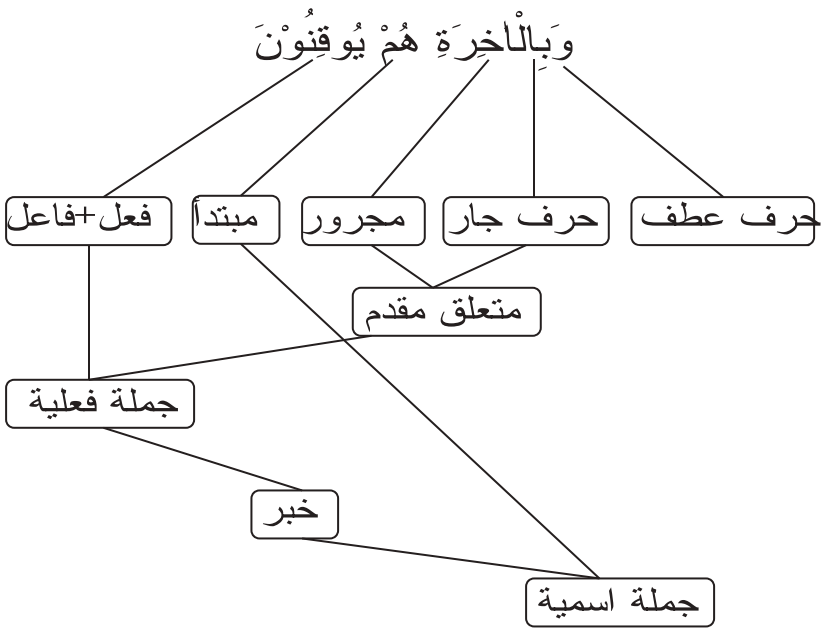

মূল বক্তব্য

প্রথমোক্ত আয়াতে মুমিন মুত্তাকিদের গুণাবলি থেকে কিছু গুণ বিশেষত পরকালের প্রতি বিশ্বাসকে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে পাপীদের কোনো ঠাঁই হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সুপারিশ পাবে না। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহ মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যা একজন বান্দার চূড়ান্ত সফলতা।

পরকালের পরিচয়

দুনিয়ার জীবনের পর যে অনন্তকালের জীবন শুরু হবে উহাই পরকাল। একে আরবিতে اٰخرة বলে। আখেরাতে বিশ্বাস রাখা ফরজ এবং ইমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

পরকালীন বিশ্বাসের দিকসমুহ

যেহেতু পরকাল মুমিনের চূড়ান্ত গন্তব্য, সেহেতু সে সম্পর্কে রয়েছে অনেকগুলো বিশ্বাসের দিক। যেমন: কবর, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, সিরাত, মিজান, হাউজে কাওছার, আমলনামা, শাফায়াত ইত্যাদি।

পরকালীন বিশ্বাসসমূহের মূলভিত্তি

পরকালীন উক্ত বিষয়সমূহের মূলভিত্তি হলো بعث বা পুনরুত্থান। মূলত অধিকাংশ মানুষ পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাসে ঘাটতি থাকার কারণে আমলে আগ্রহী হয় না। কারণ স্বাভাবিকভাবেই মানুষ মরণের পর মাটি হয়ে যায়, যা তার প্রথম ঘাঁটি। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ... الخ

অর্থাৎ, হে মানুষ! পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে তবে (চিন্তা কর) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে। (হজ্জ: ৫) অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন– ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُوْنَ অতঃপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে। অন্য আয়াতে আছে, كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। (সূরা আম্বিয়া, ১০৪)

আখেরাতের একটি বড় মাকাম হলো হাশর। হাশর মানে একত্রিত করা। কিয়ামতের পর বিচারের জন্য ময়দানে মাহশারে সকলকে একত্রিত করাকে হাশর বলে। হাশরের ময়দান বলতে বিচারের জন্য মানুষকে যে প্রান্তরে জমা করা হবে তা বোঝায়। সেদিন খুব ভয়াবহ দিন হবে। কেউ কারো পরিচয় দিবে না। যেমন আল্লাহ বলেন-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ. وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ. (سورة عبس)

সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে এবং তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا. (سورة المعارج: ١٠) এবং সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না।

হাদিস শরিফে আছে, নবি করিম (ﷺ) বলেন, কিয়ামতের দিন (হাশরের ময়দানে) তিন স্থানে কেউ কাউকে মনে করবে না। (১) মিজানের নিকট, যতক্ষণ না জানতে পারবে যে তার নেকির পাল্লা হালকা হবে না ভারী হবে। (২) আমলনামা দেওয়ার সময়, যতক্ষণ না সে জানবে যে, তার আমলনামা ডান হাতে আসবে নাকি পিছন দিয়ে বাম হাতে আসবে এবং (৩) পুলসিরাতের নিকট। (আবু দাউদ)

আখিরাত বিশ্বাসের গুরুত্ব

আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের ছয়টি মৌলিক বিশ্বাসের অন্যতম। তাই ইমানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ যদি আখিরাত না থাকতো, তবে কেউ আল্লাহর ইবাদত করতো না। আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে এই ভয়েই মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকে ও ভালো কাজ করে থাকে। তাই আখিরাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

وَلَا شَفِيْعٌ يُّطَاعُ-এর ব্যাখ্যা

আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিনে কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। মূলত যারা দুনিয়াতে কাফের এবং পাপের সাগরে ডুবেছিল তাদের জন্যে পরকালে কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। তবে মুমিনদের জন্যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে ও নির্দেশে মুহাম্মদ (ﷺ) সহ অন্যান্য নবিগণ, হাফেজগণ আলেমগণ এবং শহিদগণ সুপারিশ করবেন। যা কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন: مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ, কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? এর দ্বারা বুঝা যায়, সুপারিশকারী থাকবেন। তবে আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া তা বাস্তবায়ন হবে না। হাদিস শরিফে আছে- : يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ اَلْاَنْبِيَآءُ ثُمَّ الْعُلَمَآءُ ثُمَّ الشُّهَدَآءُ কিয়ামতে সুপারিশ করবেন তিন শ্রেণির লোকজন। তথা নবিগণ, আলেমগণ এবং শহিদগণ। (মেশকাত)

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ-এর ব্যাখ্যা

হাশরের দিবসের বিভিন্ন নাম রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো يَوْمُ الْجَمْعِ এবং আরেকটি হলো يَوْمُ التَّغَابُنِ বা লোকসানের দিবস। تَغَابُن শব্দটি غَبْن থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غَبْن বলা হয়।

আল্লামা রাগেব ইসপাহানি মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, আর্থিক লোকসান বুঝানোর জন্য এ শব্দটি مجهول এর ছিগাহ দিয়ে ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান বুঝানোর জন্য باب سمع থেকে ব্যবহৃত হয়। تَغَابُن শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্য ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে।

রসুল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তির কাছে কারও কোনো পাওনা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করা অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হওয়া। নতুবা কিয়ামতের দিন যখন দিনার ও দিরহাম থাকবে না। কারও কোনো দাবি থাকলে তা সে ব্যক্তির সৎকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সৎকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। (মাজহারি)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা;
২. পরকালের প্রতি বিশ্বাস মুমিন মুত্তাকিদের অন্যতম গুণ;
৩. পরকালে কাফেরদের জন্য কোনো সুপারিশকারী থাকবে না;
৪. কিয়ামতের চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ;
৫. শুধু বিশ্বাস পূর্ণ ইমান নয়, বরং বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম অপরিহার্য;
৬. পরকালের প্রতি বিশ্বাসীরা জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হবে;
৭. জান্নাতের সুখ চিরস্থায়ী।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. পরকালকে আরবিতে কী বলে?

ক. حشر খ. قيامة

গ. ساعة ঘ. اخرة

২. جَنَّات এর একবচন কী?

ক. جن খ. جنة

গ. جنون ঘ. جانة

৩. ইমানের প্রধান মৌলিক বিষয় কয়টি?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৪. يُوْقِنُوْنَ এর মাদ্দাহ কী?

ক. وقن খ. يقن

গ. قنو ঘ. قنن

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. الاخرة- বলতে কী বুঝ? الاخرة-এর প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২. 'হাশর' কী? 'হাশর'-এর ময়দানের চিত্র বর্ণনা করো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তাহারাত
প্রথম পাঠ
অজু ও তায়াম্মুম এর বিধান

ইসলাম একটি পবিত্র ধর্ম। এ ধর্মে পবিত্রতার গুরুত্ব অধিক। এ জন্যে ইসলামে ইবাদতের পূর্বে পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজের পূর্বে অজু করা ফরজ করা হয়েছে এবং অপারগতায় তায়াম্মুমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ [المائدة:٦]	হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুইসহ ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা টাখনুসহ ধৌত করবে। যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হও। তোমরা যদি পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। এবং তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা মায়িদা, ৬)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اٰمَنُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ-তারা বিশ্বাস করেছে।

قُمْتُمْ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা দাঁড়ালে।

فَاغْسِلُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الغسل মাদ্দাহ غ+س+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ধৌত কর।

وُجُوْهَكُمْ : তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহ, وجه - এর বহুবচন وجوه

اَلْمَرَافِقُ : مِرْفَقٌ এর বহুবচন, অর্থ : কনুইসমূহ।

اِمْسَحُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح মাসদার المسح মাদ্দাহ م+س+ح জিনস صحيح অর্থ-তোমরা মাসেহ কর।

جُنُبًا : নাপাক অবস্থা।

فَاطَّهَّرُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افعل মাসদার اطهر মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ভালোভাবে পবিত্রতা লাভ কর।

مَرْضٰى : বহুবচন, একবচনে مريض অর্থ- অসুস্থ, রোগী।

جَاءَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المجيئة মাদ্দাহ ج+ي+ء জিনস مهموز لام ও اجوف يائي অর্থ সে আসল।

اَلْغَائِطُ : পায়খানা। এর আসল অর্থ প্রশস্ত নিচু ময়দান। বহুবচনে غياط

لٰمَسْتُمُ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার الملامسة মাদ্দাহ ل+م+س জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পরস্পরকে স্পর্শ করেছো।

لَمْ تَجِدُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব ضرب মাসদার الوجدان মাদ্দাহ و+ج+د জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা পাওনি।

تَيَمَّمُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার تيمم মাদ্দাহ ي+م+م জিনস مثال يائي/مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা তায়াম্মুম করো।

صَعِيْدًا : ভূপৃষ্ঠ, মাটি। একবচন, বহুবচনে صعدان/صعد

يُرِيْدُ : ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব افعال মাসদার الإرادة মাদ্দাহ ر+و+د জিনস اجوف واوي অর্থ- সে চায়।

لِيُطَهِّرَ : এখানে ل টি لام كي ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার تطهير মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ- তিনি পবিত্র করবেন।

لِيُتِمَّ : এখানেও ل টি لام كي ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افعال মাসদার الاتمام মাদ্দাহ ت+م+م জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি পূর্ণ করবেন।

تَشْكُرُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الشكر মাদ্দাহ ش+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা কৃতজ্ঞ হবে।

তারকিব

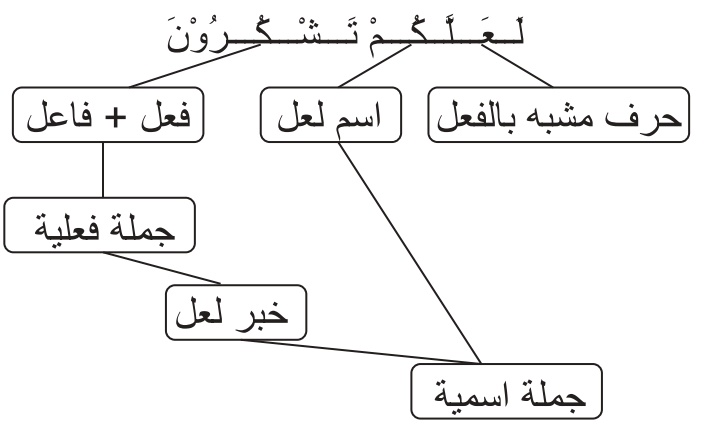

শানে নুজুল

হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন, পঞ্চম হিজরিতে বনি মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় গভীর রাত হওয়ায় মদিনায় প্রবেশের পথে মরুভূমিতে তাবু টাঙানো হয়। রাতের শেষ প্রহরে হাজত সারতে গিয়ে আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়। লোকেরা হার তালাশ করতে গেলে নবি করিম (ﷺ) আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে ভোর হয়ে যাওয়ায় এবং সূর্যোদয়ের কাছাকাছি সময়ে অজুর পানি না থাকায় সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে পড়লেন। তারা আমার পিতা আবু বকরের নিকট অভিযোগ করলেন যে, আপনার কন্যা আয়েশার কারণে হয়ত ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আবু বকর (رضي الله عنه) এসে আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি একটা হারের জন্য মানুষদেরকে আটকিয়ে রেখেছ। অতঃপর নবি করিম (ﷺ) যখন জাগ্রত হলেন তখন সকাল হয়ে গেছে। তখন পানি তালাশ করা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। সে সময় তায়াম্মুমের বিধানসহ এ আয়াতটি নাজিল হয়। এ আয়াত শুনে উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা.) বললেন, হে আবু বকরের পরিবার! তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বরকত রেখেছেন। (আসবাবুন নুজুল/ বুখারি)

টীকা

اَلْوُضُوْءُ- এর পরিচয়

اَلْوُضُوْءُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা। পরিভাষায়- পানি দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ ধৌত করা এবং একটি অঙ্গ মাসেহ করাকে অজু বলা হয়।

অজুর ফরজসমূহ : অজুর ফরজ ৪টি। যথা-

১। সমস্ত মুখ ধৌত করা।
২। দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা।
৩। মাথা মাসেহ করা।
৪। দুই পা টাখনুসহ ধৌত করা।

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ : অজু ভঙ্গের কারণ সাতটি। যথা–

১। পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া;
২। মুখ ভরে বমি করা;
৩। শরীরের কোনো জায়গা হতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া;
৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া;
৫। চিৎ বা কাত হয়ে ঘুমানো;
৬। পাগল, মাতাল ও অচেতন হওয়া;
৭। নামাজে উচ্চস্বরে হাসা।

যে সমস্ত কাজে অজু প্রয়োজন

১। সালাত আদায় করতে।

২। কাবা শরিফ তাওয়াফ করতে।

৩। কুরআন মাজিদ স্পর্শ করতে।

حُكْمُ الْوُضُوْءِ: অজুর হুকুম তিন প্রকার। যথা:

১। **ফরজ :** অর্থাৎ, যে কোনো নামাজ, তিলাওতে সাজদাহ, সাজদায়ে শোকরের জন্য অজু করা ফরজ।

২। **ওয়াজিব :** বাইতুল্লাহর তাওয়াফের জন্য অজু করা ওয়াজিব।

৩। **মুস্তাহাব:** উপরোক্ত কাজসমূহ ব্যতীত বাকি যে সমস্ত কাজ রয়েছে যেমন: জিকির, তিলাওয়াত, দোআ ইত্যাদির জন্য অজু করা মুস্তাহাব।

অজু করার পদ্ধতি

১. প্রথমে পবিত্র পানি দ্বারা ২ হাত কবজি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করা।

২. অতঃপর গড়গড়াসহ ৩ বার কুলি করা।

৩. নাকের নরম হাড় পর্যন্ত ৩ বার পানি পৌঁছানো।

৪. সমস্ত মুখমণ্ডল ৩ বার ধৌত করা।

৫. দুই হাত কনুইসহ ৩ বার ধৌত করা। এক্ষেত্রে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত।

৬. একবার মাথা মাসেহ করা।

৭. সর্বশেষে উভয় পা টাখনুসহ ৩ বার ধৌত করা।

تَيَمُّم: تَيَمُّم (তায়াম্মুম) অর্থ ইচ্ছা করা। পবিত্র হওয়ার নিয়তে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখমণ্ডল এবং দুই হাত কনুইসহ মাসেহ করাকে تَيَمُّم বলে।

কখন تَيَمُّم জায়েজ

১. পানি না পাওয়া গেলে।

২. পানির স্থানে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকলে।

৩. পানি আছে, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তা ব্যবহারে অপারগ হলে।

৪. পানি সাথে আছে, কিন্তু তাদ্বারা অজু করলে পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশংকা হলে ইত্যাদি।

تَيَمُّم এর ফরজ: তায়াম্মুমের ফরজ ৩টি। যথা–

১. পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা।

২. মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা।

৩. দুই হাত কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

১। প্রথমে পবিত্র মাটিতে উভয় হাত মারা এবং সমস্ত মুখ মাসেহ করা।

২। দ্বিতীয় বার হাত মাটিতে মেরে তা দ্বারা উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ

পবিত্র মাটি এবং মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ। যে সকল বস্তু আগুনে দিলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় না তা মাটি জাতীয় বস্তু। যেমনঃ বালু, চুন, সুরকি, ইট ইত্যাদি।

তায়াম্মুমের প্রকার

তায়াম্মুম ৩ প্রকার। যথা–

১। ফরজ, যেমন : ফরজ নামাজের জন্য তায়াম্মুম করা।

২। ওয়াজিব, যেমনঃ তাওয়াফের জন্য তায়াম্মুম করা।

৩। মুস্তাহাব, যেমনঃ জিকিরের জন্য তায়াম্মুম করা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. নামাজের আগে পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ।

২. অজুতে ৩ টি অঙ্গ ধোয়া এবং ১ টি অঙ্গ মাসেহ করা ফরজ।

৩. জুনুবি হলে অজু যথেষ্ট নয় বরং গোসল ফরজ।

৪. কোনো কারণে অজু ও গোসল করা না গেলে উভয়ের পরিবর্তেই تَيَمُّم করা যাবে।

৫. تَيَمُّم মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্য দ্বারা করতে হবে।

৬. তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য হলো কষ্ট দূর করা ও পবিত্রতা হাসিল করা।

৭. تَيَمُّم এর ৩ ফরজ। নিয়ত করা এবং মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুইসহ মাসেহ করা।

৮. تَيَمُّم উম্মতে মুহাম্মদির জন্য নিয়ামত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. تَيَمُّم-এর আয়াত নাজিল হয় কত হিজরিতে?

ক. ৪র্থ খ. ৫ম
গ. ৬ষ্ঠ ঘ. ৭ম

২. مَرْضٰى-এর একবচন কী?

ক. مرض খ. مريض
গ. مارض ঘ. مراض

৩. تيمم-এর ফরজ কোনটি?

ক. নিয়ত করা খ. বিসমিল্লাহ বলা
গ. আউযুবিল্লাহ বলা ঘ. মাথা মাসেহ করা

৪. অজু ভঙ্গের কারণ কয়টি?

ক. পাঁচটি খ. ছয়টি
গ. সাতটি ঘ. আটটি

৫. নফল নামাজের জন্য وضوء করার হুকুম কী?

ক. فرض খ. واجب
গ. سنة ঘ. مستحب

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

আয়াতটির শানে নুযূল লিখ।

২. কোন কোন কাজে অজু করা জরুরী?

৩. তায়াম্মুমের ফরজ কয়টি ও কী কী? উহার পদ্ধতি আলোচনা কর।

দ্বিতীয় পাঠ

গোসল ও এস্তেঞ্জার নিয়মকানুন

ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। এ ধর্মের শ্রেষ্ঠ ইবাদত হলো নামাজ, যা মুমিনের মিরাজ। তাই মাতাল বা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কারণ তাতে নামাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় না। অনুরূপ বিনা পবিত্রতায়ও নামাজ পড়া যাবে না। প্রয়োজন হলে গোসল করতে হবে এবং অপারগতায় تَيَمُّم করতে হবে। তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। তবে পথ অতিক্রমের কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং মাসেহ করবে মুখমণ্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা, ৪৩)	يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا. [سورة النساء : ٤٣]

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

لَا تَقْرَبُوْا : ছিগাহ **جمع مذكر حاضر** বাহাছ **نهي حاضر معروف** বাব **سمع** মাসদার **القرب، القربان** মাদ্দাহ ق + ر + ب জিনস **صحيح** অর্থ- তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না।

سُكٰرٰى : বহুবচন, একবচনে سكران অর্থ- নেশাগ্রস্ত।

عَابِرِيْ سَبِيْلٍ : পথিকগণ/পথ অতিক্রমকারীগণ। এখানে عابري মূলে عابرين ছিল, যা باب نصر এর ছিগাহ, বাহাছ فاعل মাসদার العبور মাদ্দাহ ع+ب+ر جمع مذكر হতে ينصر জিনস صحيح

تَغْتَسِلُوْا : মূলে ছিল تغتسلون ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاغتسال মাদ্দাহ غ+س+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা গোসল করবে।

তারকিব :

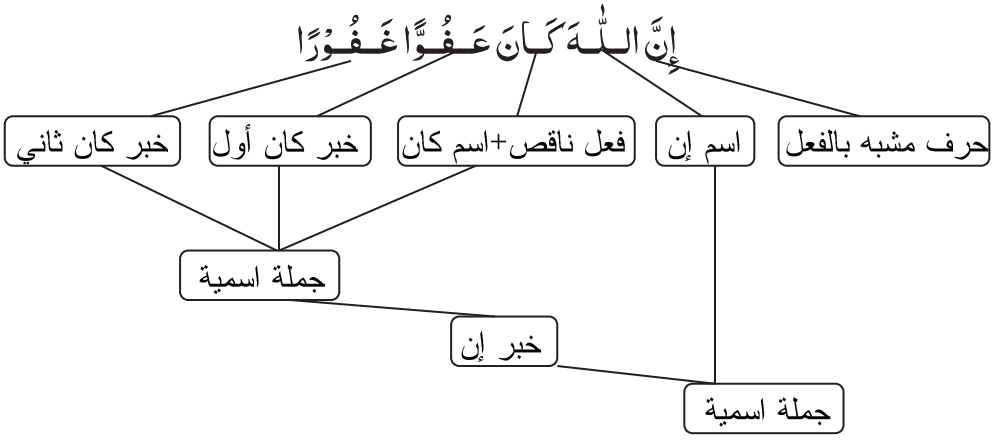

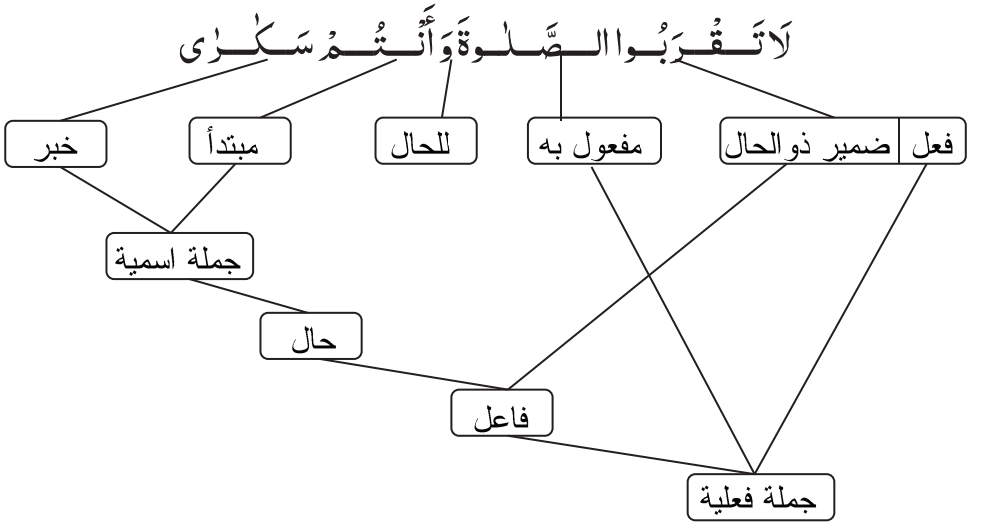

গোসলের পরিচয়

غُسْل অর্থ- ধৌত করা। পরিভাষায়- পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসলের প্রকার

গোসল ৪ প্রকার। যথা—

১. ফরজ গোসল। যথা: জুনুবি ব্যক্তির গোসল।

২. ওয়াজিব গোসল। যথা: মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়া।

৩. সুন্নাত গোসল। যথা: জুমার ও ঈদের দিনের গোসল।

৪. মুস্তাহাব গোসল। যথা : দৈনন্দিন গোসল।

গোসলের ফরজ

গোসলের ফরজ ৩টি। যথা—

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা।

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।

৩. পুরো শরীর ভালোভাবে ধোয়া, যাতে একটা পশম পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে।

গোসল ফরজ হলে যে সমস্ত কাজ করা যায় না

১. নামাজ আদায় করা।

২. কাবা ঘরের তাওয়াফ করা ।

৩. কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা ।

৪. কুরআন মাজিদ স্পর্শ করা।

৫. মসজিদে প্রবেশ করা।

এস্তেঞ্জার পরিচয়

اِسْتِنْجَاء শব্দের অর্থ পবিত্রতা হাসিল করা, নিষ্কৃতি লাভ করা। পরিভাষায় পেশাব-পায়খানার পর পানি বা মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে اِسْتِنْجَاء বলে। (হাশিয়ায়ে তাহাভি)

পায়খানার পর এস্তেঞ্জার হুকুম

যদি মল মলদ্বারেই সীমাবদ্ধ থাকে, এপাশে ওপাশে না লেগে থাকে তবে পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব। আর যদি মল এপাশে ওপাশে লেগে যায় এবং তা এক দিরহামের চেয়ে বেশি জায়গায় লাগে তবে তা পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে।

পেশাবের পর এস্তেঞ্জার হুকুম

পেশাব বের হয়ে মূত্রনালীর অগ্রভাগে এক দিরহাম পরিমাণের বেশি জায়গায় লেগে থাকলে তা ধৌত করা ফরজ। এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ জায়গায় লাগলে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর পেশাব নালীর অগ্রভাগে বা পার্শ্বে না লেগে থাকলে তা ধৌত করা মুস্তাহাব। (ফতোয়ায়ে শামি)

কুলুখের পর পানি ব্যবহার

পেশাব বা পায়খানার পর কুলুখ ও পানি উভয় ব্যবহার করা সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সুন্নাত।

যে সমস্ত বস্তু দ্বারা কুলুখ নেয়া মাকরুহ

হাড্ডি, খাদ্যদ্রব্য, কাঁচ, মানুষের শরীরের কোনো অংশ, পাকা ইট, পুরাতন রেশমি ন্যাকড়া, কিতাবের পাতা, অন্যের হক, (যেমন– অন্যের দেওয়ালের মাটি) কাঁদা মাটি, কাগজ, গোবর, কয়লা ইত্যাদি।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ পড়া হারাম।
২। জুনুবি হলে পবিত্র না হয়ে নামাজ পড়া হারাম।
৩। পানি না পাওয়া গেলে অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তেই تَيَمُّم করা যাবে।
৪। অসুস্থ এবং জুনুবি ব্যক্তির কাছে যদি পানি না থাকে তাহলে تَيَمُّم করবে।
৫। تَيَمُّم মাটি বা মাটি জাতীয় দ্রব্য দ্বারা করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. اِسْتِنْجَاء শব্দের অর্থ কী?

ক. পবিত্রতা হাসিল করা
খ. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা
গ. নাপাকি থেকে মুক্তি চাওয়া
ঘ. পানি ব্যবহার করা

২. تَغْتَسِلُوْنَ অর্থ কী?

ক. তোমরা পান করবে
খ. তোমরা ধৌত করবে
গ. তোমরা অজু করবে
ঘ. তোমরা পবিত্র হবে

৩. গোসল কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার
খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার

৪. নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজ আদায় করা–

ক. জায়েজ
খ. মুবাহ
গ. হারাম
ঘ. মাকরূহ

৫. গোসল ফরজ হলে কোন কাজ নিষিদ্ধ?

ক. নামাজ পড়া
খ. আহার করা
গ. হাটা-চলা
ঘ. তাসবিহ পড়া

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. غسل শব্দের অর্থ কী? غسل এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

২. اِسْتِنْجَاء কাকে বলে? পায়খানা ও প্রস্রাবের পর اِسْتِنْجَاء-এর পদ্ধতি লেখ।

৩. বাংলায় অনুবাদ লেখ :

يَـاَيُّـهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُـوْا لَا تَـقْـرَبُـوا الـصَّـلٰـوةَ وَاَنْـتُـمْ سُـكٰـرٰى حَـتّٰـى تَـعْـلَـمُوْا مَـا تَـقُـوْلُـوْنَ وَلَا جُـنُـبًـا اِلَّا عَـابِـرِيْ سَـبِـيْـلٍ حَـتّٰـى تَـغْـتَـسِـلُـوْا -

৪. তাহকিক কর :

لَا تَقْرَبُوْا - تَقُوْلُوْنَ - لَمْ تَجِدُوْا - اِمْسَحُوْا

৫. তারকিব লেখ :

اِنَّ الـلّٰـهَ كَـانَ عَـفُـوًّا غَـفُـوْرًا

তৃতীয় পাঠ
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করে। এজন্য উহাকে নামাজের শর্ত করা হয়েছে। পবিত্রতা বলতে শরীর, মন ও পোশাক সব কিছুর পবিত্রতাকে বোঝায়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
(১) হে বস্ত্রাচ্ছাদিত। (২) উঠুন, আর সতর্ক করুন (৩) এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। (৪) আপনার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন। (সূরা মুদ্দাচ্ছির, ১-৪)	يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَاَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

مُدَّثِّرٌ: ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ اسم فاعل বাব افعل মাসদার ادثر মাদ্দাহ د+ث+ر জিনস صحيح অর্থ- চাদরাবৃত।

قُمْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার القيام মাদ্দাহ ق+و+م জিনস اجوف واوي অর্থ- তুমি দাঁড়াও।

فَاَنْذِرْ : এখানে ف টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার إنذار মাদ্দাহ ن+ذ+ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি ভীতি প্রদর্শন করুন।

فَكَبِّرْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার تكبير মাদ্দাহ ك+ب+ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি বড়ত্ব ঘোষণা করুন।

فَطَهِّرْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার تطهير মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি পবিত্র করুন।

তারকিব

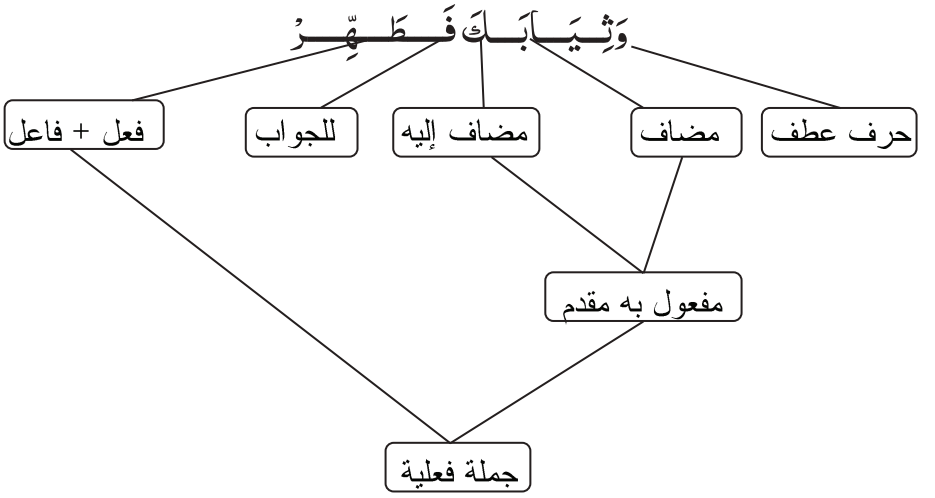

মূল বক্তব্য

এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবি (ﷺ)-কে চাদরাবৃত বলে ডাক দিয়ে বলেছেন যে, আপনার চাদর মুড়ি দিয়ে বিশ্রামের সময় নেই। আপনি উঠে মানুষকে সতর্ক করুন। স্বীয় রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন এবং আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। কারণ, আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।

নাযিলের সময়-কাল/প্রেক্ষাপট

সহিহ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা আলাকের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কুরআন অবতরণ বেশ কিছু দিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসুলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছুর আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, হেরা গুহায় আগমনকারী সেই ফেরেশতা শূন্যমণ্ডলে একটি ঝুলন্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে পূর্বের মত তিনি আবার ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কম্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন زَمِّلُوْنِيْ، زَمِّلُوْنِيْ আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুদ্দাসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাজিল হয়। (বুখারি)

টীকা

قُمْ فَأَنْذِرْ : অর্থ- উঠুন, সতর্ক করুন। أَنْذِرْ শব্দটি إِنْذَارٌ থেকে এসেছে। যার অর্থ সতর্ক করা। এখান থেকে নবি করিম (ﷺ) এর উপাধি হলো نَذِيْر আর نَذِيْر বলা হয়- স্নেহ-মমতার

ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারীকে। এখানে সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা কয়েকজন। বাকি সব কাফের ছিল।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ : অর্থ, শুধু আপন প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। تَكْبِيْرٌ অর্থ اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা। উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেছেন, নামাজের প্রথমে তাকবিরে তাহরিমার জন্য اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার ফরজ বিধানটি এ আয়াত থেকে এসেছে।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ : আর আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। ثِيَابٌ শব্দটি ثَوْبٌ এর বহুবচন। যার অর্থ- কাপড়। পবিত্রতাকে ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, হাদিস শরিফে আছে- اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক। (সহিহ মুসলিম) আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন।(সূরা বাকারা : ২২২) এজন্যই পবিত্রতাকে নামাজের পূর্বশর্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং হাদিসে বলা হয়েছে- لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ (رواه الترمذي عن ابن عمر) পবিত্রতা ছাড়া নামাজ গৃহীত হবে না। তাই সকল প্রকার নাপাকি হতে আমাদের দেহ ও কাপড়কে পাক রাখতে হবে। যেমন- পেশাব, পায়খানা, রক্ত, পুঁজ, বমি, বিষ্ঠা, পচা-দুর্গন্ধ বস্তু ইত্যাদি হতে।

তাফসিরে মাজহারিতে উল্লেখ আছে, প্রকৃত অর্থে কাপড়কে ثِيَابٌ বলা হলেও রূপক অর্থে কর্মকে এবং দেহকেও لِبَاسٌ বা পোশাক বলা হয়। সেক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ, আপন পোশাক ও দেহকে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র রাখুন এবং অন্তর ও মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অপবিত্র চিন্তাধারা থেকে মুক্ত রাখুন। (মাজহারি)

ইসলামে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

হাদিস শরিফে আছে- اِنَّ اللّٰهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিচ্ছন্ন এবং তিনি পরিচ্ছন্নতাকে ভালোবাসেন। (তিরমিজি)

অবশ্য পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে ময়লা ও নোংরা থেকে মুক্ত থাকাকে পরিচ্ছন্নতা বলা হয়। পক্ষান্তরে শরিয়ত যাকে নাপাক বলেছে তা থেকে মুক্ত থাকাকে পবিত্রতা বলা হয়।

যেমন, ধুলোবালি ও কাদা লাগলে একটি কাপড় নোংরা হয়, যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়। কিন্তু এতে তা নাপাক হয় না যে, তা পবিত্র করতে হবে।

ইসলামে সমভাবে পবিত্রতার সাথে সাথে পরিচ্ছন্নতার জন্যও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এজন্যই জুমার দিনে, ঈদের দিনে গোসল করাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ সময় নতুন বা ধৌতকৃত পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে আদেশ করা হয়েছে।

এমনকি হাদিসে اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ তথা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাকে ইমানের অংগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মোটকথা পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা উভয়ই কাম্য। কোনো মুসলিম নাপাক বা নোংরা কোনোটাই থাকতে পারে না।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. বন্ধুকে স্নেহবশে উপাধি দেওয়া এবং তাদ্বারা ডাকা বৈধ।
২. অলসতা করা অনুচিত।
৩. মানুষদেরকে সতর্ক করা নবির দায়িত্ব।
৪. একমাত্র আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ঘোষণা করতে হবে।
৫. পোশাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. مُدَّثِّر অর্থ কী?

ক. জুব্বা পরিহিত
খ. চাদরাবৃত
গ. পাগড়ি পরিহিত
ঘ. টুপি পরিহিত

২. قُمْ এর মূল অক্ষর কী?

ক. ق+ى+م
খ. ق+و+م
গ. ق+م+و
ঘ. و+ق+م

৩. زَمِّلُوْنِيْ-এর অর্থ কী?

ক. আমাকে ছেড়ে দাও
খ. আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর
গ. আমাকে সাহায্য কর
ঘ. আমাকে খাবার দাও

৪. ثِيَابٌ শব্দটির একবচন হলো-

ক. ثاب
খ. ثوب
গ. ثواب
ঘ. ثائب

৫. اِنَّ اللّٰهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

ক. পরিচ্ছন্ন লোকেরা আল্লাহর প্রিয়
খ. পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ
গ. পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিরা মানুষের প্রিয়ভাজন
ঘ. পবিত্ররা পবিত্রদের কাছে প্রিয়

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাংলায় অনুবাদ কর–

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(١) قُمْ فَاَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ(٣)وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)

২. يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -এর নাযিলের প্রেক্ষাপট লেখ।

৩. পরিচ্ছন্নতা বলতে কী বুঝ? ইসলামের দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আখলাক

(ক) আখলাকে হাসানা বা সৎচরিত্র

প্রথম পাঠ : সালাম বিনিময়

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে সবার সাথে মিলে মিশে থাকতে হয়। সবার সাথে হাসিখুশি থাকতে হয়। পরস্পর সাক্ষাত হলে কুশল বিনিময় ও অভিবাদন করতে হয়। ইসলাম আদবের ধর্ম। শিষ্টাচার মুসলমানদের ভূষণ। তাই ইসলামের শিক্ষা হলো মা-বাবাসহ অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম প্রদান করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা তারই অনুরূপ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা নিসা, ৮৬)	وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

حُيِّيْتُمْ : ছিগাহ **جمع مذكر حاضر** বাহাছ **ماضي مثبت مجهول** বাব **تفعيل** মাসদার **تحية** মাদ্দাহ ي + ي + ح জিনস **لفيف مقرون** অর্থ- তোমরা সালাম/ অভিবাদন প্রাপ্ত হলে।

تَحِيَّة : সালাম/ অভিবাদন। ইহা **باب تفعيل** এর মাসদার।

فَحَيُّوْا : ف টি **حرف عطف** অর্থ- অতঃপর। ছিগাহ **جمع مذكر حاضر** বাহাছ **أمر حاضر معروف** বাব **تفعيل** মাসদার **تحية** মাদ্দাহ ي + ي + ح জিনস **لفيف مقرون** অর্থ- তোমরা সালাম দাও।

اَحْسَن : ছিগাহ **واحد مذكر** বাহাছ **اسم تفضيل** বাব **كرم** মাসদার **الحسن** মাদ্দাহ ن + س + ح জিনস **صحيح** অর্থ- অধিক সুন্দর।

رُدُّوْهَا : এখানে ها শব্দটি জমিরে মানছুব। ردوا - ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف অর্থ- তোমরা ফিরিয়ে দাও। বাব نصر মাসদার الرد মাদ্দাহ ر+د+د জিনস مضاعف ثلاثي

حَسِيْبًا : ইহা فعيل ওজনে باب نصر হতে اسم فاعل مبالغة এর ছিগাহ, মাসদার الحساب মাদ্দাহ ح+س+ب জিনস صحيح অর্থ- হিসাবগ্রহণকারী।

তারকিব

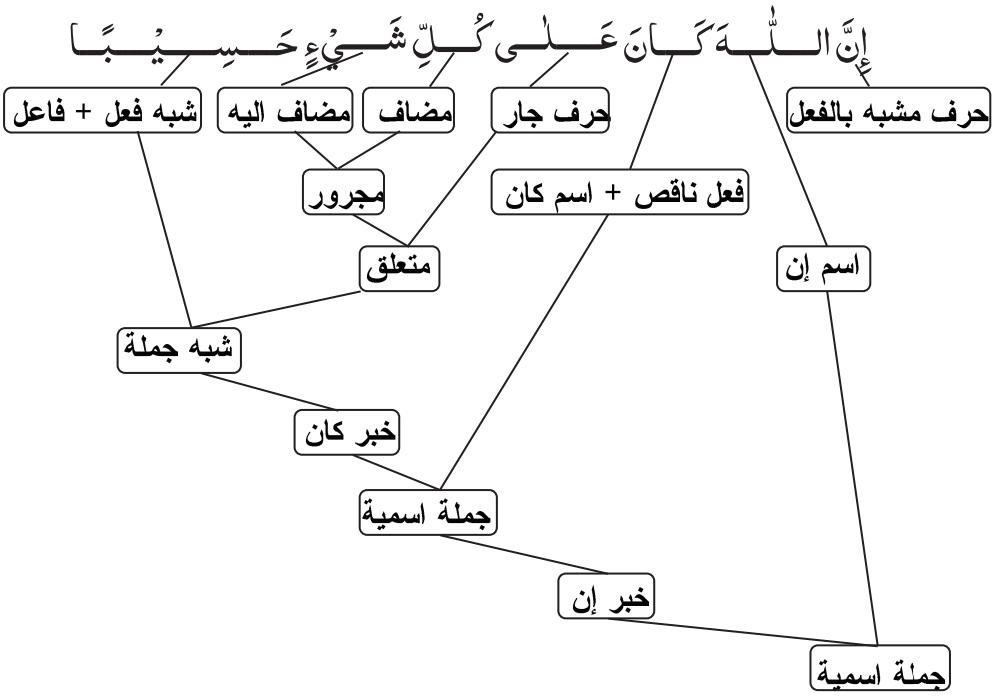

মূল বক্তব্য

ইসলামে শিষ্টাচারিতার গুরুত্ব অনেক। তাই সমাজে চলতে গেলে যখন মুসলমানগণ পরস্পর সাক্ষাত করবে তখন তাদের কর্তব্য হলো ইসলামি রীতি অনুযায়ী প্রফুল্ল মনে সালাম দেওয়া। আর কাউকে সালাম দেওয়া হলে তার কর্তব্য হলো আরো সুন্দরভাবে বা অনুরূপভাবে সালামের উত্তর দেওয়া। এটা বড় পূণ্যের কাজ। এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতটিতে।

সালাম সম্পর্কিত আলোচনা

এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে দেখা হলে পরিচিত হোক বা নাই হোক তাকে সালাম দেওয়া সুন্নাত। সালাম দিলে ৯০ টি রহমত পাওয়া যায়। মনে রাখা উচিত, সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। এতে ১০টি রহমত পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হজরত আদম (عَلَيْهِ السَّلَامُ) ফেরেশতাদেরকে সালাম দিয়েছিলেন। ইসলামের পূর্ব যুগে আরবরা পরস্পর দেখা হলে বলতো حَيَّاكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন)। ইসলাম এ পদ্ধতি পরিবর্তন করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার রীতি প্রচলন করেছে। এর অর্থ হলো- আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। জবাবে وَعَلَيْكُمُ السَّلَام বলার রীতি প্রচলন করেছে। এর অর্থ- আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। বিধর্মীরা সালাম দিলে শুধু وَعَلَيْكُمْ বলতে হয়।

সালামের আহকাম

১. মুসলমানের সাথে দেখা হলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা সুন্নাত।

২. সালামের জবাব একটু বাড়িয়ে বলা, যেমন: وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ মুস্তাহাব।

৩. সালামের জবাব শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।

৪. সুন্নাত হলো আরোহী পদব্রজকে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি উপবিষ্টকে, কম সংখ্যক বেশি সংখ্যককে এবং ছোট বড়কে সালাম করবে।

৫. দলের মধ্য হতে একজন সালাম দিলে বা একজন উত্তর দিলে যথেষ্ট হবে।

৬. মুসলমান কাফের একত্রে থাকলে বলতে হয় اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

৭. মহিলাদের দলকে সালাম দেওয়া বা তাদের সালামের উত্তর দেওয়া জায়েজ।

৮. ছোট বালিকা বা অতিশয় বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম দেওয়া জায়েজ।

৯. স্ত্রী এবং মাহরামা মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া সুন্নাত।

কাদের সালাম দেওয়া যাবে না

(১) নামাজরত ব্যক্তিকে (২) কুরআন তিলাওয়াতকারীকে (৩) জিকিরে মশগুল ব্যক্তিকে (৪) হাদিস পাঠে ব্যস্ত মুহাদ্দিসকে (৫) খুতবারত খতিবকে (৬) খুতবা শ্রবণকারীকে (৭) ফিক্‌হি মজলিসে আলোচনারত কাউকে (৮) পায়খানা বা পেশাবরত ব্যক্তিকে (৯) কাফেরকে (১০) প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইত্যাদি।

সালামের গুরুত্ব ও ফজিলত

সালাম একটি অতি পূণ্যময় কাজ। এটা মুসলিম ভাইয়ের অধিকার। এটা পরস্পরের মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধি করে। প্রথমে সালামদাতা হাদিসের ভাষায় অহংকারমুক্ত হয়। সালাম রহমত ও বরকতের কারণ। এজন্য কাউকে সালাম দেবার পর সে যদি কোনো গাছ বা পাথরের আড়াল হয় অতঃপর তার সাথে আবার দেখা হয়, তাহলে তাকে পুনরায় সালাম দেওয়া সুন্নাত। হাদিসে বেশি বেশি সালাম দিতে বলা হয়েছে। সালামের ফজিলত বর্ণনায় নবি (ﷺ) বলেন—

"তোমরা ইমান না আনলে জান্নাতে যেতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালো না বাসলে ইমান পূর্ণ হবে না। আমি কি এমন বিষয় বলব না? যা করলে তোমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তোমরা সালামের প্রসার ঘটাও।" (সহিহ মুসলিম)

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. মুসলমানরা পরস্পর দেখা হলে একে অপরকে সালাম করবে।
২. সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।
৩. সালামের জবাবে সালামের চেয়ে অতিরিক্ত শব্দ বলা মুস্তাহাব।
৪. যে বেশি বেশি সালাম দেয় বা উত্তর দেয় আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কৃত করবেন।
৫. আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল কাজের হিসাব রাখেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ:

১. সালাম দেওয়ার বিধান কী?

ক. ফরজ
খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নাত
ঘ. মুস্তাহাব

২. সালাম কে কাকে দেওয়া উত্তম?

ক. অল্প লোক অনেক লোককে
খ. অনেক লোক অল্প লোককে
গ. কাফের মুসলমানকে
গ. বসা লোক আরোহীকে

৩. حَيُّوْا এর بحث কী?

ক. ماضي খ. مضارع

গ. أمر ঘ. نهى

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. তারকিব করো : (ক) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (খ) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

২. সালাম প্রদানের পাঁচটি আহকাম লেখ?

৩. কোন কোন ব্যক্তিকে সালাম দেয়া নিষেধ? উল্লেখ করো।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে সালামের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করো।

দ্বিতীয় পাঠ

তাওয়াক্কুল

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও শক্তিতে সে দুর্বল প্রাণী। তাই অন্যের উপর বিভিন্ন সময় তাকে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হলো সকল ক্ষেত্রে বান্দা আল্লাহ তাআলার উপর নির্ভর করবে। কেননা, তিনি সর্বশক্তিমান। এ গুণটি তাওয়াক্কুল নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (التوبة :٥١)	বলুন, আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন, তা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হবে না। তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের নির্ভর করা উচিত। (সূরা তাওবা, ৫১)
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا (الفرقان:٥٨)	আপনি নির্ভর করুন তার উপর যিনি চিরঞ্জীব, তিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, তিনি তার বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (সূরা ফূরকান, ৫৮)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قُلْ : ছিগাহ أمر حاضر معروف বাহাছ واحد مذكر حاضر বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস اجوف واوي অর্থ- আপনি বলুন।

لَنْ يُّصِيْبَنَا : مضارع منفي بلن تاكيد বাহাছ واحد مذكر غائب ছিগাহ ضمير منصوب متصل ٹا نا বাব إفعال মাসদার الإصابة মাদ্দাহ ص + و + ب জিনস اجوف واوي অর্থ- অবশ্যই আমাদের নিকট পৌঁছবে না।

كَتَبَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكتابة মাদ্দাহ ب + ت + ك জিনস صحيح অর্থ- সে লিখল।

مَوْلَانَا : ضمير مجرور متصل টি نا আর مولى একবচন, বহুবচনে موالي মাদ্দাহ و + ل + ي অর্থ- আমাদের অভিভাবক।

فَلْيَتَوَكَّلْ : ف টি হচ্ছে حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ أمر غائب معروف বাব تفعل মাসদার التوكل মাদ্দাহ و + ك + ل জিনস مثال واوي অর্থ- যেন সে ভরসা করে।

اَلْمُؤْمِنُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ + م + ن জিনস مهموز فاء অর্থ- ইমানদারগণ।

وَتَوَكَّلْ : و টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التوكل মাদ্দাহ و + ك + ل জিনস مثال واوي অর্থ- আর আপনি ভরসা করুন।

لَا يَمُوْتُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الموت মাদ্দাহ م + و + ت জিনস اجوف واوي অর্থ- তিনি মৃত্যুবরণ করেন না বা করবেন না।

وَسَبِّحْ : و টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسبيح মাদ্দাহ س + ب + ح জিনস صحيح অর্থ- আর আপনি তাসবিহ পাঠ করুন।

وَكَفٰى : و টি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الكفاية মাদ্দাহ ك+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আর তিনি যথেষ্ট হয়েছেন।

ذُنُوْبٌ : শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো ذنب এটি اسم جامد মাদ্দাহ ذ + ن + ب জিনস صحيح অর্থ পাপসমূহ বা গুনাহসমূহ।

عِبَادِهٖ : এখানে عباد শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হল عبد মাদ্দাহ ع + ب + د আর ه অক্ষরটি হল ضمير مجرور متصل অর্থ তার বান্দাগণ।

خَبِيْرًا : অর্থ সংবাদ রাখনেওয়ালা। ইহা আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম।

তারকিব:

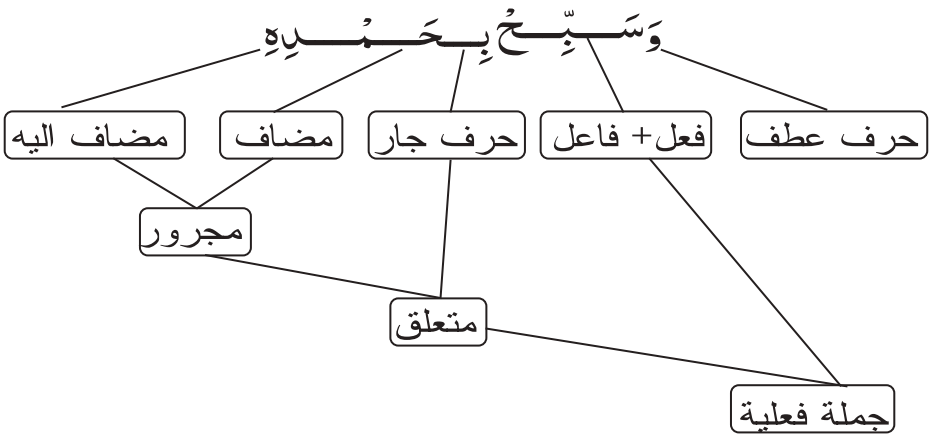

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতে বুঝানো হয়েছে যে, আমাদের নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঐ সকল জিনিস আসবে, যা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা উপর ভরসা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক। আর সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করতে এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যার মৃত্যু নেই এবং যিনি বান্দার গুনাহ সম্পর্কে অবগত।

তাওয়াক্কুল-এর পরিচয়

আভিধানিক অর্থ: تَوَكُّل শব্দটি বাবে **تفعل** এর মাসদার। মাদ্দাহ و+ك+ل জিনস **مثال واوي** অর্থ ভরসা করা, নির্ভর করা।

পারিভাষিক অর্থ: পরিভাষায়- সকল কাজে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা এবং তাঁর উপর নির্ভর করাকে تَوَكُّل বলা হয়। আল্লামা জুরজানির মতে, আল্লাহ তাআলার নিকট যা আছে, তার উপর ভরসা করা এবং মানুষের নিকট যা কিছু আছে তা থেকে বিমুখ থাকাকে تَوَكُّل বলে।

একথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যে, যাবতীয় কাজ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হয় এবং এও বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ তাআলা সকল কাজের অধিকর্তা। تَوَكُّل এর অর্থ এই নয় যে, কোনো কাজ না করে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বসে থাকতে হবে। বরং কাজের সবকিছু সম্পাদন করে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আল্লাহর উপর নির্ভর করতে হবে। এক সাহাবি মহানবি (ﷺ) কে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! (ﷺ) আমি উট ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব, না বেঁধে রেখে ভরসা করব? মহানবি (ﷺ) বললেন- اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ উট বাঁধ, অতঃপর ভরসা কর। (তিরমিজি, আনাস (رضي الله عنه) থেকে)

কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী না হয়েও তাওয়াক্কুল করা যায়। তবে এটা উঁচু পর্যায়ের বান্দাদের জন্য। এক হাদিসে মহানবি (ﷺ) বলেন–

لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا (رواه الترمذي عن عمر رض)

যদি তোমরা সঠিকভাবে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দিতেন যেভাবে পাখিদেরকে রিজিক দিয়ে থাকেন। পাখিরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট পূর্ণ করে বাসায় ফিরে। (মেশকাত-পৃ. ৪৫২)

তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তার জন্য তিনি যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। (সূরা তালাক, ৩)

تَوَكُّل এর প্রকারভেদ : تَوَكُّل দুই প্রকার যথা–

১. تَوَكُّل بِالْاَسْبَابِ বা উপকরণসহ তাওয়াক্কুল করা। এটা সাধারণ মানুষের জন্য।

২. تَوَكُّل بِلَا اَسْبَابٍ বা উপকরণ ছাড়া তাওয়াক্কুল করা। এটা নবিদের জন্য বা আল্লাহ তাআলার বিশেষ বান্দাদের জন্য প্রযোজ্য।

تَوَكُّل এর উপকারিতা : তাওয়াক্কুল এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন:

১. এর দ্বারা ইমান পরিপূর্ণ হয়।
২. আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা লাভ হয়।
৩. সর্বদা আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যায়।
৪. শয়তান থেকে বেঁচে থাকা যায়।
৫. জান্নাতে নবিদের সাথি হওয়া যাবে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. মানব জীবনে যা কিছু হয়, সবই লিখিত আছে।
২. আল্লাহ তাআলা মানুষের শ্রেষ্ঠ অভিভাবক।
৩. ভরসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর করতে হবে।
৪. আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব।
৫. আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ সম্পর্কে খবর রাখেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ:

১. تَوَكُّل শব্দের অর্থ কী?

ক. নির্ভর করা
খ. সত্যবাদিতা
গ. বিনয় নম্রতা
ঘ. মানবতা

২. خَبِيْرٌ কার নাম?

ক. আল্লাহ তাআলার
খ. মুহাম্মদ ﷺ এর
গ. ফেরেশতার
ঘ. মানুষের

৩. মহানবি (ﷺ) সাহাবিকে কিভাবে তাওয়াক্কুল করতে বললেন ?

ক. উট বেঁধে রেখে
খ. উট ছেড়ে দিয়ে
গ. উট বিক্রি করে
ঘ. উট ধরে রেখে

৪. تَوَكُّل কত প্রকার?

ক. দুই
খ. তিন
গ. চার
ঘ. পাঁচ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও?

১. تَوَكُّل বলতে কী বুঝায়? تَوَكُّل কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

২. تَوَكُّل-এর উপকারিতা বর্ণনা কর।

৩. নিম্নের শব্দ সমূহ **تحقيق** কর :

قُلْ ، لَا يَمُوْتُ ، سَبِّحْ ، كَتَبَ

তৃতীয় পাঠ
সত্যবাদিতা

সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে। সত্যবাদীকে সকলেই ভালোবাসে। সত্যবাদিতা মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়। মুক্তির পথ দেখায়। তাইতো ইসলামে সত্য কথা বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সত্যবাদিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
٧٠ ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٧١ ـ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (سورة الأحزاب)	হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব: ৭০-৭১)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اٰمَنُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ তারা ইমান গ্রহণ করেছে।

قُوْلُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব نصر ينصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস اجوف واوى অর্থ তোমরা বল।

اِتَّقُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و ي+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ তোমরা ভয় কর।

سَدِيْدًا : এটা فعيل এর ওজনে صفة مشبهة অর্থ সোজা, সঠিক, মাদ্দাহ س+د+د জিনস مضاعف ثلاثي

يُصْلِحْ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الاصلاح মাদ্দাহ ص+ل+ح জিনস صحيح অর্থ তিনি সংশোধন করবেন।

اَعْمَالَكُمْ : তোমাদের আমলসমূহ। এখানে كم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর اعمال বহুবচন। একবচনে عمل অর্থ আমল বা কাজ।

يَغْفِرْ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المغفرة মাদ্দাহ غ+ف+ر জিনস صحيح অর্থ তিনি ক্ষমা করবেন।

ذُنُوْبَكُمْ : তোমাদের পাপসমূহ। এখানে كم শব্দটি ضمير مجرور متصل আর ذُنُوب শব্দটি বহুবচন। একবচনে ذنب অর্থ: গুনাহ বা পাপ।

يُطِعِ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ সে আনুগত্য করে।

فَازَ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الفوز মাদ্দাহ ف+و+ز জিনস اجوف واوى অর্থ সে সফল হয়েছে।

তারকিব

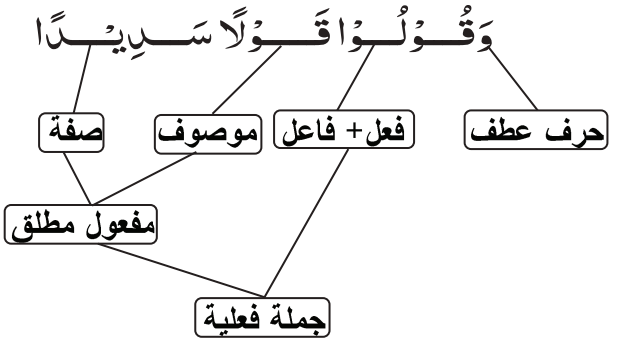

মূল বক্তব্য

সুরা আহযাবের আলোচ্য আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদেরকে সদা সত্য কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে সত্যের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে এ নির্দেশ পালনকারীর জন্য মহা সাফল্যের শুভ সংবাদ দিয়েছেন।

টীকা

وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا : আর তোমরা সঠিক ও সত্য কথা বল। এখানে قَوْلًا سَدِيْدًا বলতে কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে ইমাদুদ্দিন ইবনে কাসির (র) বলেন, قَوْلًا مُسْتَقِيْمًا

لَا اِعْوِجَاجَ فِيْهِ সোজা কথা, যাতে কোনো বক্রতা নাই। হজরত কালবি (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে قَوْلًا سَدِيْدًا বলে قَوْلًا صِدْقًا বা সত্য কথাকে বুঝানো হয়েছে।

হজরত কাতাদা (রহ.) বলেন- قَوْلًا سَدِيْدًا বলে قَوْلًا عَدْلًا বা ন্যায় কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, السَّدِيْدُ অর্থ হলো الصِّدْقُ বা সত্য কথা।

হজরত ইকরিমা (রহ.) এর মতে, قَوْلًا سَدِيْدًا বলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাওহিদের কালেমা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কথা।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে সত্য কথা বলার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সত্য কথা বলা ফরজ।

সত্যবাদিতার পরিচয়

সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলে। সত্যকে আরবিতে صِدْقٌ বলে। যার বিপরীত হলো كِذْبٌ বা মিথ্যা।

পরিভাষায়- 'ব্যক্তির কথার সাথে তার অন্তরের এবং বাস্তবতার মিল থাকলে তাকে সত্য কথা বলে।'

বুঝা গেল, কথা সত্য হওয়ার শর্ত দুটি। যথা—

১. মুখের কথার সাথে অন্তরের বিশ্বাসের মিল থাকা।

২. কথার সাথে বাস্তবতার মিল থাকা।

এজন্যই মুনাফিকরা মহানবি (ﷺ) এর নিকট এসে তাকে রসুল হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মিথ্যুক বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা তাদের মুখের কথার সাথে অন্তরের মিল ছিল না।

সত্যবাদিতার উপকারিতা

সত্যবাদিতা একটি মহৎগুণ। সত্যবাদীকে সকলেই ভালোবাসে। প্রবাদ আছে- اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ সত্য মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।

সত্যের পুরস্কার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেন, "তোমরা সত্য কথা বলো। কেননা, সত্য নেকের পথ দেখায় আর নেক জান্নাতের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি যখন সত্য কথা বলতে থাকে এবং সত্য অনুসন্ধান করতে থাকে তখন সে আল্লাহর নিকট সিদ্দিক হিসাবে গণ্য হয়ে যায়। (মেশকাত, হাদিস নং- ৪৮২৪)

সত্যের আরেকটি উপকারিতা হলো সত্য বললে দুনিয়াতে বরকত পাওয়া যায়। যেমন হাদিস শরিফে আছে, রসুল (সাঃ) বলেন- ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হবার পূর্ব পর্যন্ত এখতিয়ারে থাকে। তবে যদি তারা সত্য বলে এবং মালে দোষ থাকলে প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ব্যবসায় বরকত হয়। আর মিথ্যা বললে এবং দোষ গোপন করলে বরকত নষ্ট হয়। (বুখারি ও মুসলিম)

সত্যবাদিতার গুরুত্ব

হজরত জুনায়েদ বাগদাদি (র.) বলেন– اَلصِّدْقُ اَصْلُ كُلِّ شَيْءٍ সত্য সকল কিছুর মূল। তিনি আরো বলেন, সত্য হলো মূল, আর এখলাস হলো শাখা।

ইসলামে সত্যবাদিতার গুরুত্ব অনেক। এমনকি আল কুরআনে صَادِقِيْنَ বা সত্যবাদীদের সোহবাত গ্রহণের জন্য আদেশ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হও। (সূরা তাওবা, ১১৯)

صَادِقِيْنَ বা সত্যবাদীদের উপরের স্তর হলো صِدِّيْقِيْنَ বা মহাসত্যবাদীদের স্তর। সিদ্দিক বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, জীবনে যার থেকে একটিও মিথ্যা প্রকাশিত হয়নি। হজরত আবু বকর (রাঃ) কে বলা হয় সিদ্দিকে আকবার।

আমাদের উচিত সদা সত্য কথা বলা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে হবে।
২. সত্য কথা বলা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ।
৩. সত্যের প্রথম পুরস্কার হলো নেক কাজের তাওফিক পাওয়া।
৪. সত্যের দ্বিতীয় পুরস্কার হলো গুনাহ মাফ হওয়া।
৫. আল্লাহ তাআলা ও তার রাসুলের আদেশ পালনকারীর জন্য রয়েছে মহা সাফল্য।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ :

১. সত্য কী দেয়?

ক. অর্থ খ. খ্যাতি
গ. শান্তি ঘ. মুক্তি

২. قَوْلًا سَدِيْدًا বাক্যাংশে سَدِيْدًا শব্দটি তারকীবে কী হয়েছে?

ক. مضاف খ. صفة
গ. بيان ঘ. مضاف اليه

৩. قَوْلًا سَدِيْدًا বলে কার মতে সত্য কথাকে বুঝানো হয়েছে?

ক. ইকরিমা খ. মুজাহিদ
গ. কালবি ঘ. ইবনে কাসির

৪. কুরআন কারিমে সত্যের কয়টি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে?

ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

৫. কে সত্যকে সবকিছুর মূল বলেছেন?

ক. আব্দুল কাদের জিলানি খ. জুনায়েদ বাগদাদি
গ. জুন্নুন মিসরি ঘ. মুজাদ্দিদে আলফে সানি

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. صِدْقٌ এর পরিচয় দাও? صِدْقٌ এর শর্ত কয়টি ও কী কী?

২. সত্যবাদিতার উপকারিতা ও গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩. নিম্নের শব্দসমূহের تحقيق কর :-

اٰمَنُوْا، اِتَّقُوْا، يُصْلِحُ ، يَغْفِرُ

চতুর্থ পাঠ
মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ

মাতা-পিতা আমাদের জন্য এ পৃথিবীতে আসার মাধ্যম। তাই তাদেরকে সম্মান করা, তাদের খেদমত করা আমাদের অবশ্য করণীয়। ইসলাম মানবতার ধর্ম হিসেবে মাতা-পিতার সাথে সন্তানের সদাচরণ করাকে ফরজ সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا (٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (٢٤)	তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধ্যকে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ' বলিও না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলিও। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার বাহু অবনমিত করিও এবং বলিও হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাদেরকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা ২৩, ২৪)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

قَضٰى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার القضاء মাদ্দাহ ق + ض + ي জিনস ناقص يائي অর্থ সে ফয়সালা করল।

اَلَّا تَعْبُدُوْا : মূলে ছিল (أن + لا تعبدون) এখানে ان শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার العبادة মাদ্দাহ ع + ب + د জিনস صحيح অর্থ তোমরা ইবাদত বা দাসত্ব করবে না।

يَبْلُغَنَّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع معروف بنون تاكيد বাব نصر মাসদার البلوغ মাদ্দাহ ب+ل+غ জিনস صحيح অর্থ সে অবশ্যই পৌঁছবে।

لَا تَقُلْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ তুমি বলো না।

لَا تَنْهَرْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব فتح মাসদার النهر মাদ্দাহ ن+ه+ر জিনস صحيح অর্থ তুমি ধমক দিবে না।

قُلْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ তুমি বলো।

اِخْفِضْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الخفض মাদ্দাহ خ+ف+ض জিনস صحيح অর্থ তুমি নম্র ব্যবহার কর।

جَنَاح : اسم جامد একবচন, বহুবচনে اجنحة মাদ্দাহ ج+ن+ح জিনস صحيح অর্থ ডানা।

اِرْحَمْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব سمع মাসদার الرحمة মাদ্দাহ ر+ح+م জিনস صحيح অর্থ তুমি মেহেরবানী কর।

رَبَّيَانِيْ : ছিগাহ تثنية مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التربية মাদ্দাহ ر+ب+و জিনস ناقص واوي অর্থ তারা দু'জন আমাকে লালন পালন করেছে।

তারকিব

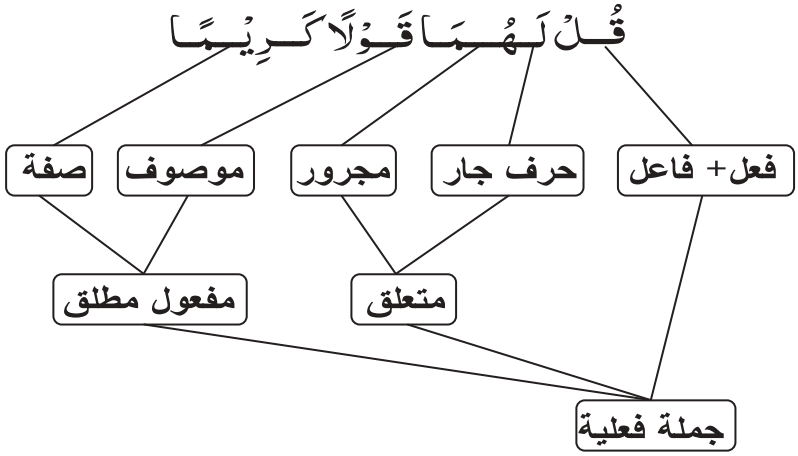

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইবাদতের আদেশের সাথে মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা যে ফরজ তা বুঝিয়েছেন। বিশেষ করে তারা যখন বার্ধক্যে পৌঁছে তখন তাঁরা বেশি করুণার পাত্র হন। এমতাবস্থায় তাঁদের সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না যাতে কষ্ট পেয়ে তারা উফ বলে এবং তাদেরকে ধমকও দেওয়া যাবে না। বরং নরম স্বরে কথা বলতে হবে। ভদ্র আচরণ করতে হবে। আর তাদের ইন্তেকালের পর তাদের জন্য দোআ করতে হবে। মাতা-পিতার সাথে সাথে আত্মীয় ও দরিদ্রজনের হকের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে।

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

জীবিত অবস্থায়

১. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।
২. তাদেরকে সম্মান করা।
৩. তাদের কথা মান্য করা।
৪. তাদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলা।
৫. তাদেরকে ধমক না দেওয়া।
৬. তাদের আহার বিহারের ব্যবস্থা করা।
৭. তাদের সাথে এমন আচরণ না করা যাতে কষ্ট পেয়ে তারা 'উফ' বলে।

ইন্তেকালের পর

১. তাদের জন্য رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا বলে দোআ করা।
২. তাদের ঋণ পরিশোধ করা ও অসিয়ত পূর্ণ করা।
৩. তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা।
৪. তাদের কবর জিয়ারত করা।
৫. তাদের মধ্যস্থতামূলক আত্মীয়তা রক্ষা করা।

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব ও ফজিলত

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজ। তাদের কষ্ট দেওয়া হারাম। হাদিসে বলা হয়েছে-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ رِجْلَيْهَا (رواه النسائى عن جاهمة)

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। (সুনানু নাসাঈ, ৩১০৪)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে-

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدِ وَ سَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ (رواه البخاري عن ابن عمر في الأدب المفرد)

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। (আল আদাবুল মুফরাদ, ০২)

তাই তাদের খেদমত করতে হবে। কারণ তাদের খেদমতই জান্নাতে যাওয়ার একটি উপায়। হাদিসে বলা হয়েছে-

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (رواه ابن ماجه عن أبي أمامة)

তারা দু'জন তোমার বেহেশত, তারাই তোমার দোজখ। (ইবনে মাজাহ, ৩৬৬২) এজন্যে শরিয়তের খেলাফ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কথা মানতে হবে। এমনকি মাতা-পিতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে। (সূরা লোকমান-১৫) তাদের কষ্ট দেওয়া কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হাদিসে বলা হয়েছে, "গুনাহসমূহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান কিন্তু মাতা-পিতার হক নষ্ট করলে এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করলে তার শাস্তি পেছানো হবে না, বরং তার শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই দেওয়া হয়।" (আল আদাবুল মুফরাদ, ৫৬১)

ইমাম বায়হাকি সাহাবি ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, নবি করিম (صلى الله عليه وسلم) বলেন- যে সেবাযত্নকারী পুত্র মাতা-পিতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করল, সে যদি দিনে একশবার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একশবার দৃষ্টিপাত করলে প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সাওয়াব পেতে থাকবে।

বায়হাকির অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, মহানবি (صلى الله عليه وسلم) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মাতা-পিতার আনুগত্য করে তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন মাতা-পিতা ঐ ব্যক্তির উপর জুলুম করে? তিনি তিনবার বললেন, যদি মাতা-পিতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে, তবুও মাতা-পিতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে।

তাই মাতা-পিতার সকল বৈধ আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য ফরজ। অবৈধ ও গুনাহের কাজে তাদের কথা শোনা জায়েজ নেই। হাদিস শরিফে আছে—

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ (بخارى عن على)

অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানির কাজে কোনরূপ আনুগত্য নেই। অনুগত্য করতে হয় কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত কাজে। (বুখারি, ৬৭৬৩)

আয়াতের শিক্ষা :

১. আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো ইবাদত করা যাবে না।
২. আল্লাহ তাআলার হকের পরেই মাতা-পিতার হক।
৩. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ফরজ।
৪. তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না।
৫. তাদেরকে ধমক দেওয়া যাবে না।
৬. তাদের সাথে নরম স্বরে কথা বলতে হবে।
৭. তাদের জন্য দোআ করতে হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা কী?
ক. সুন্নাত খ. মুস্তাহাব
গ. ওয়াজিব ঘ. ফরজ

২. মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া কী?
ক. জায়েজ খ. হারাম
গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৩. মাতা-পিতার খেদমত করার হুকুম কী?
ক. ভালো খ. জায়েজ
গ. ফরজ ঘ. ওয়াজিব

৪. মাতা-পিতার নির্দেশ মান্য করা কখন অপরিহার্য?
ক. শরিয়তের খেলাফ না হলে খ. আল্লাহ্‌র নির্দেশের খেলাফ হলে
গ. পরিবারিক পরিবেশ ঠিক রাখতে ঘ. নিজের মন মতো হলে

৫. পিতা-মাতার সকল বৈধ আদেশ মান্য করা কী?
ক. فرض খ. واجب
গ. سنة ঘ. نفل

৬. মা-বাবার জন্য দোআ কোনটি?

ক. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

খ. رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

গ. رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِّبَةً

ঘ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ وَ يَسِّرْلِي اَمْرِيْ

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাংলা অনুবাদ কর–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا
تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ
لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

২. اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ -কর তরকিব

৩. মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করো।

৪. মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করো।

৫. তাহকিক করো :

لَاتَعْبُدُوْا - يَبْلُغَنَّ - اِخْفِضْ - جَنَاحٌ

(খ) আখলাকে যামিমা বা অসৎচরিত্র

প্রথম পাঠ
মিথ্যার কুফল

"সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে" এটি প্রমাণিত সত্য। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। এজন্য ইসলাম মিথ্যার কুফল বর্ণনা করে তার অনুসারীদেরকে উক্ত খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার বাণী–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ	আয়াত
যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল। আল্লাহ জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসুল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিকুন, ১)	١ ـ اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ .
সেই দিন দুর্ভোগ হবে অস্বীকারকারীদের, যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে, কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী তা অস্বীকার করে। (সূরা মুতাফফিফিন, ১০-১২)	١٠ـ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ١١ـ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ١٢ـ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

جَاءَكَ : (جاء + ك) ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي মাদ্দাহ ء + ي + ج জিনস مركب অর্থ: সে আপনার নিকট এসেছে। বাব ضرب মাসদার المجيئة مثبت معروف

اَلْمُنَافِقُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব مفاعلة মাসদার النفاق মাদ্দাহ ن + ف + ق জিনস صحيح অর্থ মুনাফিকের দল।

قَالُوْا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস أجوف واوي অর্থ তারা বলল।

نَشْهَدُ : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার الشهادة মাদ্দাহ ش + ه + د জিনস صحيح অর্থ আমরা সাক্ষ্য দেই।

يَعْلَمُ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার العلم মাদ্দাহ ع + ل + م জিনস صحيح অর্থ সে জানে বা জানবে।

لَكَاذِبُوْنَ : ل বর্ণটি تاكيد এর জন্য। ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الكذب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ মিথ্যাবাদীগণ।

لِلْمُكَذِّبِيْنَ : ل বর্ণটি حرف جار , ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার التكذيب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের জন্য।

يُكَذِّبُوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التكذيب মাদ্দাহ ك + ذ + ب জিনস صحيح অর্থ তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা করবে।

مُعْتَدٍ : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاعتداء মাদ্দাহ ع + د + و জিনস ناقص واوي অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী।

তারকিব

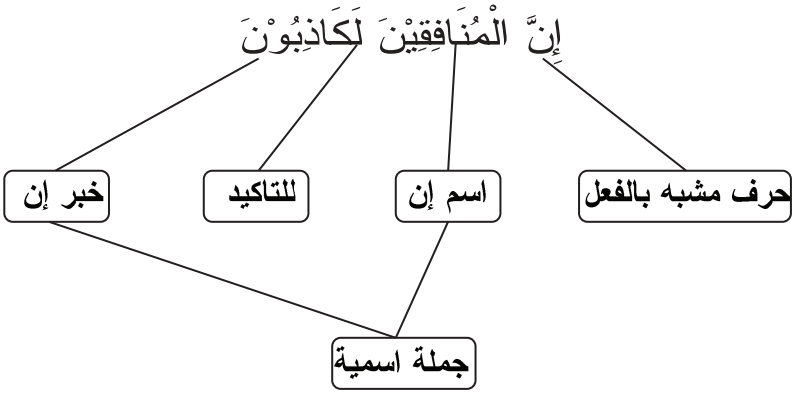

মূল বক্তব্য

প্রথমোক্ত আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, বাহ্যিকভাবে মুসলিম হলেও অন্তরে পূর্ণভাবে রিসালাত না মানার কারণে প্রকৃতপক্ষে তারা মিথ্যাবাদী। পরবর্তীতে সুরা মুতাফফিফিনের আয়াতসমূহে যারা কিয়ামত ও পরকালকে মিথ্যারোপ করে তাদের পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঐসব মিথ্যাবাদীরা কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করে, ফলে তাদের অন্তর মরিচা যুক্ত হয়ে গেছে। তাই তাদের জাহান্নামে ঠেলে দেওয়া হবে, যে জাহান্নামকে তারা মিথ্যারোপ করত।

শানে নুজুল

হজরত জায়েদ ইবনে আরকাম (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি যে, "আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাথিদেরকে বলেছিল, যারা রাসুল (ﷺ) এর সাথে আছে, যতক্ষণ না তারা তাকে ছেড়ে দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা করো না। আর আমরা যখন মদিনায় ফিরে যাব, তখন সেখান থেকে সম্মানিতরা অসম্মানিতদেরকে বের করে দিবে।" আমি ইবনে উবাই এর উক্ত ঘটনা আমার চাচাকে বলে দিলাম। চাচা রাসুল (ﷺ) কে বলে দিলেন। রাসুল (ﷺ) আমাকে তালাশ করলেন। আমি উপস্থিত হয়ে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে দিলাম। তারপর রাসুল (ﷺ) ইবনে উবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে মিথ্যা শপথ করল এবং অস্বীকার করল। অবশেষে রাসুল (ﷺ) আমাকে মিথ্যাবাদী ও ইবনে উবাইকে সত্যবাদী আখ্যা দিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়—

إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ.....إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ.

كِذْبٌ বা মিথ্যার পরিচয়

كِذْبٌ এর শাব্দিক অর্থ- মিথ্যা। পরিভাষায়- আল্লামা ইবনে হাজার (র) বলেন–

هُوَ الْاِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلٰى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمَدًا اَوْ خَطَأً

অর্থাৎ কোনো বিষয় সম্পর্কে ইচ্ছায় বা ভুলে বাস্তবতা বিরোধী সংবাদ প্রকাশ করার নাম মিথ্যা।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) বলেছেন–

وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُوْرٌ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

অর্থাৎ আর মিথ্যাতো অপরাধ, এ অপরাধ জাহান্নামের পথ দেখায়। আর কোন বান্দা মিথ্যা বলার চিন্তা করার কারণে অবশেষে সে মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। (মুসলিম, ৬৪০০)

ইমাম বুখারি (রহ.) মারফু' সনদে উল্লেখ করেছেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে মিথ্যা বর্জন করে।

মিথ্যার কুফলসমূহ

১. মিথ্যার পরিণাম ধ্বংস। যেমন বলা হয়- اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ অর্থাৎ সত্য মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে ।

২. মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা ও নিন্দা করে। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। ভালোবাসে না।

৩. একটি মিথ্যা শত-সহস্র মিথ্যার জন্মদেয়।

৪. মিথ্যা সকল পাপের মূল। মিথ্যা ছাড়লে অন্যান্য পাপ থেকে রেহাই পাওয়া সহজ।

৫. মিথ্যা বলা মুনাফিকের আলামত। আর কুরআন কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মুনাফিকের স্থান জাহান্নামের নিম্নস্তরে।

৬. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ।

৭. মিথ্যা এমন এক দুর্গন্ধময় পাপ, যা ফেরেশতারাও সহ্য করতে পারে না।

৮. মিথ্যা ইবাদত কবুলের অন্তরায়। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং সে অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকে না, তার পানাহার পরিত্যাগে (সাওম পালনে) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

টীকা

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-এর ব্যাখ্যা:

আয়াতের অর্থ হলো- কখনও না, বরং তারা যা করে তা তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের ও পাপিষ্টদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়েছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হাদিস শরিফে আছে, বান্দা যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়।

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ - এর ব্যাখ্যা:

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের পালনকর্তার দিদার থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ি (র) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করবেন। নতুবা কাফেরদের পর্দার অন্তরালে রাখার ঘোষণার কোনো উপকারিতা নেই।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।
২. মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।
৩. পরকালকে মিথ্যারোপকারী বস্তুত সীমালংঘনকারী ও পাপীষ্ঠ।
৪. মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের আল্লাহ তাআলা পরকালে দিদার দিবেন না।
৫. মিথ্যাবাদীদের আবাসস্থল নিকৃষ্ট জাহান্নাম।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. **قالوا** এর মূল অক্ষর কী?

ক. ق+ل+و
খ. ق+و+ل
গ. ق+ي+ل
ঘ. ق+ا+ل

২. إِنَّ কোন ধরণের হরফ?

ক. حرف جار
খ. حرف ناصب
গ. حرف مشبه بالفعل
ঘ. حرف جازم

৩. মিথ্যা শব্দের আরবি কোনটি?

ক. كبر খ. حسد

গ. كذب ঘ. نفاق

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. كذب কাকে বলে? উহার কুফল বর্ণনা কর।

২. ব্যাখ্যা লেখ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ

৩. নিম্নের শব্দসমূহের تحقين কর : قَالُوْا، نَشْهَدُ، كَاذِبُوْنَ، يَعْلَمُ

৪. অনুবাদ লেখ :

اِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ
لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ وَاللّٰهُ
يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ .

৫. তারকিব লেখ :

اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ

দ্বিতীয় পাঠ

অহংকারের পরিণতি

অহংকার পতনের মূল। মানুষের যাবতীয় খারাপ গুণের মূল হলো অহংকার। অহংকারীকে কেউ ভালোবাসেনা। অহংকারের কারণেই আজাজিল অভিশপ্ত ইবলিসে পরিণত হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
١١ ـ وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ١٢ ـ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. ١٣ ـ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ	আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করেছি এবং তারপর ফেরেশতাদেরকে আদমকে সিজদা করতে বলি। ইবলিস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হল না। তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কোন বিষয় তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না? সে বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কাঁদা দ্বারা সৃষ্টি করেছ। তিনি বললেন, এই স্থান থেকে নেমে যাও। এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আরাফ: ১১-১৩)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

خَلَقْنٰكُمْ : এখানে **كم** শব্দটি **ضمير منصوب متصل** ছিগাহ **جمع متكلم** বাহাছ **ماضي مثبت معروف** বাব **نصر** মাসদার **الخلق** মাদ্দাহ خ + ل + ق জিনস **صحيح** অর্থ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি।

صَوَّرْنٰكُمْ : এখানে كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت বাব نصر মাসদার التصوير মাদ্দাহ ص + و + ر জিনস اجوف واوي অর্থ আমি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি।

قُلْنَا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القول মাদ্দাহ ق + و + ل জিনস اجوف واوي অর্থ আমি বলেছি।

اُسْجُدُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব نصر মাসদার السجود মাদ্দাহ س + ج + د জিনস صحيح অর্থ তোমরা সাজদা কর।

لَمْ يَكُنْ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব نصر মাসদার الكون মাদ্দাহ ك + و + ل জিনস اجوف واوي অর্থ সে হয়নি।

مَنَعَكَ : এখানে ك বর্ণটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت বাব فتح মাসদার المنع মাদ্দাহ م + ن + ع জিনস صحيح অর্থ সে তোমাকে নিষেধ করল।

اَمَرْتُكَ : এখানে ك বর্ণটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ ماضي مثبت বাব نصر মাসদার الأمر মাদ্দাহ أ + م + ر জিনস مهموز فاء অর্থ আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছি।

خَلَقْتَنِيْ : এখানে ني শব্দটি ضمير منصوب متصل অর্থ আমাকে। ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الخلق মাদ্দাহ خ + ل + ق জিনস صحيح অর্থ আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

فَاهْبِطْ : এখানে ف বর্ণটি حرف عطف ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الهبوط মাদ্দাহ ه + ب + ط জিনস صحيح অর্থ তুমি নাম, অবতরণ কর।

اَنْ تَتَكَبَّرَ : এখানে ان শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التكبر মাদ্দাহ ك + ب + ر জিনস صحيح অর্থ তুমি অহংকার করছো বা করবে।

اُخْرُجْ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ امر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الخروج মাদ্দাহ ج + ر + خ জিনস صحيح অর্থ তুমি বের হও।

صَاغِرِيْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার الصغر মাদ্দাহ ر + غ + ص জিনস صحيح অর্থ নিকৃষ্ট / ছোট।

তারকিব

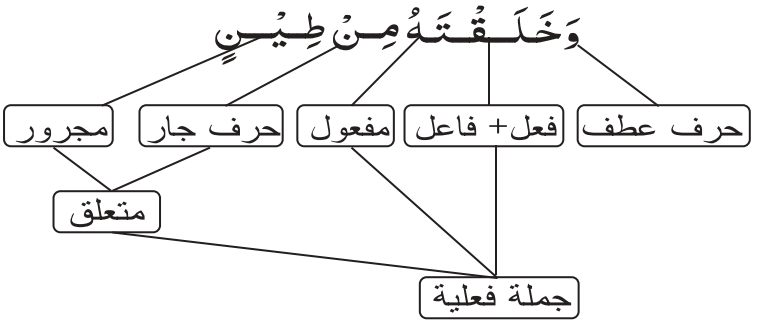

মূল বক্তব্য

আল্লাহ তাআলা আদম (عليه السلام) কে সৃষ্টি করার পর ইলমের পরীক্ষায় পরাজিত হওয়ায় ফেরেশতাদের আদমকে সাজদা করার হুকুম দিলেন। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই তাকে সাজদা করল। ইবলিস যুক্তি ও অহংকারবশতঃ বলল, আমি আগুনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি। আল্লাহ তাআলা তার অহংকার এর কারণে তাকে বহিষ্কার করে দিলেন এবং নীচ ও হীনদের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।

আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনা

মানব সৃষ্টির পূর্বে জিন ও ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করত। আল্লাহ তাআলা যখন মানব সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং ফেরেশতাদেরকে সিদ্ধান্ত জানালেন। তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন যারা জমিনে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে অথচ আমরাই তো আপনার ইবাদত করি। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদম ও ফেরেশতাদের মাঝে পরীক্ষার আয়োজন করলেন। আদম (عليه السلام) সব প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দিলেন, কিন্তু ফেরেশতারা বলল, سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا অর্থাৎ আপনি পবিত্র, আপনি যা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত আমরা কিছুই জানি না। আদম (عليه السلام) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন আদম (عليه السلام) কে সম্মান জ্ঞাপক সাজদা করতে। তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সাজদা করল। এ সম্পর্কে ইবলিসকে প্রশ্ন করা হলে সে অহংকারবশত বলে উঠল আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দিয়ে অর্থাৎ আমার প্রকৃতি ঊর্ধ্বগামী। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতি নিম্নগামী। কেন আমি তাকে সাজদা করবো? এ কথার কারণে আল্লাহ তাকে মু'মিন থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

অহংকারের পরিচয়

অহংকার শব্দের আরবি হলো كبر ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, كبر হলো-

اِسْتِعْظَامُ النَّفْسِ وَرُؤْيَةُ قَدْرِهَا فَوْقَ قَدْرِ الْغَيْرِ

অর্থ- নিজেকে বড় মনে করা এবং নিজের মর্যাদাকে অন্যের মর্যাদার উর্দ্ধে মনে করা।

অহংকারের হুকুম

ইমাম যাহাবি (রহ.) বর্ণনা করেছেন, অহংকার কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট অহংকার হচ্ছে, জ্ঞান নিয়ে গর্ব করা। মুসলমানদের সাথে জ্ঞানের গর্ব করা বড় ধরণের অহংকার।

হজরত লোকমান (عليه السلام) তার পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি হলো-

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا অর্থ- এবং জমিনের বুকে গর্বভরে চলাফেরা করো না। (সূরা লোকমান, ১৮)

একজন মানুষের মনুষ্যত্বের স্তর থেকে ছিটকে পড়ার জন্য অহংকারই যথেষ্ট। হাদিস শরিফে রাসুল (ﷺ) বলেছেন- لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ

অর্থ- যার অন্তরে সামান্যতম অহংকারও রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, ১৬৯)
কারণ, এটি বান্দা ও জান্নাতের মাঝে পর্দা সৃষ্টি করে। যার ফলে মুমিন জান্নাতে যেতে পারে না।

টীকা

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ এর ব্যাখ্যা

উল্লিখিত আয়াতের বক্তব্যটি ছিল ইবলিসের একটি যুক্তি। আর তাহলো- ইবলিস বলল, আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে, যা উর্ধ্বমুখী। আর আদমকে বানিয়েছেন মাটি দিয়ে, যা নিম্নমুখী। সুতরাং আমিই শ্রেষ্ঠ। কেন আমি তাকে সাজদা করবো? এতে প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তি নয়, বরং মেনে নেয়াই হলো ইসলাম। যার বিপরীত ঘটেছে ইবলিসের বেলায়।

فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا এর ব্যাখ্যা

ইবলিসকে সাজদা করতে বলায় সে যখন অহংকারবশতঃ যুক্তি দেখাল, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, এখানে অহংকার করার মত তোমার কোনো অধিকার নেই। فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ

অর্থাৎ তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রতীয়মান হয় অহংকার পতনের মূল। যেমন ইবলিসের পতন হয়েছে। অথচ একদা সে ছিল আল্লাহ তাআলার مُقَرَّبٌ তথা নৈকট্যশীল বান্দা।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. আল্লাহর আদেশ অলঙ্ঘনীয়।
২. অহংকার পতনের মূল।
৩. যুক্তি নয়, বরং সত্য মেনে নেওয়াই ইসলাম।
৪. মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাখলুক।
৫. মানুষকে আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন জ্ঞান দিয়ে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. অহংকার শব্দের আরবি কী?

ক. كبر　　খ. عجب

গ. حسد　　ঘ. كذب

২. অহংকার করা কী?

ক. কবিরা গুনাহ　　খ. ছগিরা গুনাহ

গ. মুবাহ　　ঘ. মাকরুহ

৩. اسجدوا এর মাসদার কোনটি?

ক. السجاد　　খ. السجود

গ. السجد　　ঘ. المسجود

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. বাংলায় অনুবাদ কর :

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّا اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ

২. ব্যাখ্যা কর : وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا

৩. অহংকার বলতে কী বুঝ? অহংকারের কুফল বর্ণনা কর।

৪. তাহকিক কর- خَلَقْنَا، اُسْجُدُوْا، صَاغِرِيْنَ، اُخْرُجْ

৫. তারকিব কর - اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ

তৃতীয় পাঠ

পরনিন্দা

পরনিন্দা হলো কারো অনুপস্থিতিতে নিন্দা করা বা কারো দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা। তাই তো সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী এ সকল কাজ ইসলামে হারাম ও কবিরা গুনাহ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ. [الحجرات:١٢]	হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না। এবং একে অপরের পিছনে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাবে? বস্তুত তোমরা একে ঘৃণার্হ মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত, ১২)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

اِجْتَنِبُوْا : ছিগাহ أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر বাব افتعال মাসদার الاجتناب মাদ্দাহ ج + ن + ب জিনস صحيح অর্থ তোমরা বিরত থাক।

اَلظَّنُّ : অর্থ ধারণা করা। শব্দটি باب نصر থেকে মাসদার।

لَا تَجَسَّسُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التجسس মাদ্দাহ س + س + ج জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না।

لَا يَغْتَبْ : ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব افتعال মাসদার الاغتياب মাদ্দাহ غ + ي + ب জিনস أجوف يائي অর্থ সে যেন অগোচরে নিন্দা না করে।

اَيُحِبُّ : এখানে أ টি استفهام এর জন্য, অর্থ- কি। ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ إفعال বাব مضارع مثبت معروف মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح + ب + ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ সে পছন্দ করে।

يَأْكُلُ : ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ + ك + ل জিনস مهموز فاء অর্থ সে খায়।

لَحْمٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে لحوم অর্থ গোস্ত।

فَكَرِهْتُمُوْهُ : এখানে ف শব্দটি حرف عطف এবং শেষোক্ত ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ ماضي مثبت معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر বাব سمع মাসদার الكراهة মাদ্দাহ ك + ر + ه জিনস صحيح অর্থ তোমরা তাকে অপছন্দ করেছ।

اِتَّقُوْا : ছিগাহ أمر حاضر معروف বাহাছ جمع مذكر حاضر বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و + ق + ي জিনস لفيف مفروق অর্থ তোমরা ভয় করো।

تَوَّابٌ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব نصر মাসদার التوبة মাদ্দাহ ت + و + ب জিনস أجوف واوي অর্থ- ক্ষমাশীল।

তারকিব

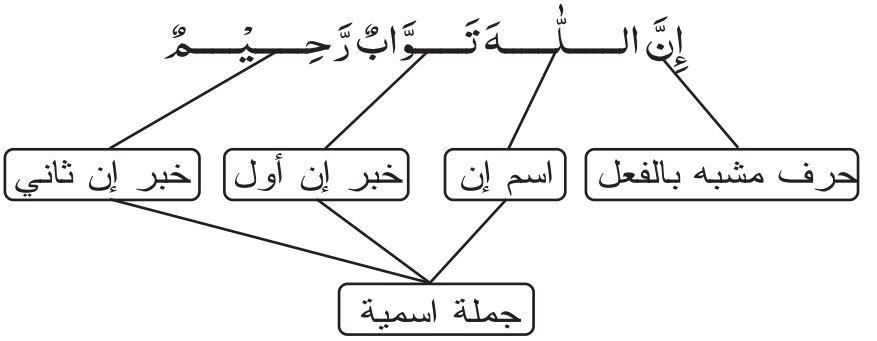

মূল বক্তব্য

আলোচ্য আয়াতে কারিমায় কোনো মানুষ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, কুধারণা অধিকাংশ সময় মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন হয়ে থাকে। এমনিভাবে কোনো মানুষের গোপন বিষয় অনুসন্ধানের ব্যাপারেও নিষেধ করা হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তির গিবত করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি কুরআন কারিমে একে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

টীকা

ظَنٌّ : শব্দের অর্থ ধারণা করা, আন্দাজে কথা বলা। এখানে ظَنّ বলতে ظَنُّ سُوْءٍ বা মন্দ ধারণা, কুধারণা উদ্দেশ্য। এটা হারাম। জানা প্রয়োজন যে, ধারণা মোট চার প্রকার। যথা–

১. **হারাম ধারণা:** আল্লাহ তাআলার প্রতি কুধারণা পোষণ করা যে, তিনি আমাকে শাস্তিই দেবেন বা সর্বদা বিপদেই রাখবেন। এমনিভাবে যে কোন মুসলমান সম্পর্কেও কুধারণা করা হারাম।
হাদিসে আছে- اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ
অর্থাৎ তোমরা ধারণা হতে বেঁচে থাক। কেননা, ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ।
(বুখারি, ৪৭৬৭, আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে।)

২. **ওয়াজিব ধারণা:** যেখানে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেখানে প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা وَاجِب যেমন: মোকাদ্দামার ফয়সালার ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষানুযায়ী রায় দেওয়া।

৩. **জায়েজ ধারণা:** যেমন, নামাজের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহ হলে (৩/৪ রাকাত) তখন প্রবল ধারণানুযায়ী আমল করা জায়েজ।

৪. **মুস্তাহাব ধারণা:** সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমান সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। হাদিসে আছে حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ, ভালো ধারণা পোষণ করা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ ৪৯৯১, বায়হাকি, আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে)

تَجَسُّسٌ

গোয়েন্দাগিরি করা বা কারো দোষ সন্ধান করা। গোপনে কোনো মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করা জায়েজ নয়। হাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ তাআলা তার দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ তাআলা যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে স্বগৃহে লাঞ্ছিত করে দেন। (কুরতুবি) সুতরাং, গোপনে বা নিদ্রার ভান করে কারো কথাবার্তা শোনা নিষিদ্ধ এবং تَجَسُّسٌ এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি রাষ্ট্রের নিযুক্ত কিংবা নিজের বা অন্য মুসলমানদের হেফাজতের উদ্দেশ্য থাকে তবে শত্রুর ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধিমূলক কথাবার্তা শোনা জায়েজ। (বয়ানুল কুরআন)

الْغِيْبَةُ: গিবত কথাটা غيب হতে এসেছে। যার অর্থ- অনুপস্থিত। আর গিবত অর্থ পশ্চাতে নিন্দা করা। পরিভাষায়-ذِكْرُ الشَّخْصِ فِى غَيْبَتِهِ بِمَا فِيْهِ مِمَّا يَكْرَهُ نَشْرُهُ وَذِكْرُهُ অর্থাৎ, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা যার উল্লেখ ও প্রসার সে অপছন্দ করে, যদিও এসব তার মাঝে থাকে। যেমন হাদিসে এসেছে– ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের এমন আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। (মুসলিম, ৬৩৫৭)

যদি উল্লিখিত দোষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে থাকে, তবে তা হলো গিবত। অন্যথায় অপবাদ হবে, যা আরো মারাত্মক। গিবত করা কবিরা গুনাহ। একে পবিত্র কুরআনে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। গিবত করা ও শ্রবণ করা সমান অপরাধ।

হজরত মায়মুন রা. বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির গোলামের গিবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনো কোনো মন্দ কথা বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ। এ কথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গিবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এ ঘটনার পর থেকে হজরত মায়মুন রা. নিজে কখনো কারো গিবত করেননি এবং তার মজলিসে কারো গিবত করতে দেননি। (মাজহারি)

রাসুল (ﷺ) বলেন–

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَنَسٍ) الخ ...

অর্থাৎ গিবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক গুনাহ। সাহাবারা আরজ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। কিন্তু যে গিবত করে তাকে প্রতিপক্ষ মাফ না করা পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ হয় না। (বায়হাকি)

তাই গিবতকৃতের নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। সে মারা গেলে তার কবর জিয়ারত করে তার জন্য দোআ করলে মাফের আশা করা যায়।

গিবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। শিশু, পাগল ও কাফেরের গিবত করাও হারাম। তবে প্রকাশ্য ফাসেকের অপকর্মের কথা বলা, কাজির কাছে নালিশের জন্য সত্য প্রতিষ্ঠায় স্বাক্ষ্য হিসাবে কারো দোষ বলা ইত্যাদি গিবতের পর্যায়ভুক্ত নয়।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. কারো ব্যাপারে কুধারণা করা নিষেধ।
২. কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা নিষেধ।
৩. অন্যের গিবত করা হারাম।
৪. গিবতকারী তাওবা করলে গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া সাপেক্ষে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করতে পারেন।
৫. সকল ধারণা সঠিক হয় না।
৬. স্বাক্ষ্য হিসাবে দোষ বলা গিবত নয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. ظن কত প্রকার?

ক. দুই প্রকার
খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার
ঘ. পাঁচ প্রকার

২. অন্যের প্রতি সুধারণা রাখার হুকুম কী?

ক. واجب
খ. فرض
গ. سنة
ঘ. مستحب

৩. কারো অজান্তে তার গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করা কী?

ক. حرام
খ. مكروه
গ. خلاف أولى
ঘ. مباح

৪. গিবতের কাফফারা কী?

ক. আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাওয়া
খ. গিবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া
গ. মনে মনে অনুশোচনা করা
ঘ. দান-সদকা করা

৫. গিবতকে কার গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক. মরা ভাইয়ের
খ. জীবিত ভাইয়ের
গ. অমুসলিমের
ঘ. মুসলিমের

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. তারকিব কর - (ক) اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ (খ) اِتَّقُوْا اللّٰهَ

২. ظَنٌّ বলতে কী বুঝায়? ظَنٌّ কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

৩. গিবত (غِيْبَةُ) কী? غِيْبَةُ এর حكم বর্ণনা কর।

৪. নিম্নের শব্দগুলো تحقيق কর:

اِجْتَنِبُوْا، يَأْكُلُ، تَوَّابٌ، لَا يَغْتَبْ

চতুর্থ পাঠ
অপচয়

ইসলাম সত্য ও সুন্দর ধর্ম। শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি কোনোটাই এখানে ভালো নয়। তাই কৃপণতা যেমন জায়েজ নেই, তদ্রূপ অপচয় এবং অপব্যয়ও এ ধর্মে অবৈধ। সকল কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। কারণ অপচয়কারী শয়তানের ভাই। অপচয় দারিদ্র্য আনে, আর দারিদ্র্য কুফরির দিকে ধাবিত করে।এ জন্যই ইসলামে অপচয়কে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত	অনুবাদ
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (سورة الأعراف :٣١)	হে বনি আদম, প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ, ৩১)

تحقيقات الألفاظ : (শব্দ বিশ্লেষণ)

خُذُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা গ্রহণ করো।

زِيْنَةٌ : اسم جامد, زينات جمع সৌন্দর্য/ সাজ-সজ্জা, সুন্দর পোশাক।

كُلُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الأكل মাদ্দাহ أ+ك+ل জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা খাও।

اِشْرَبُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব سمع মাসদার الشرب মাদ্দাহ ش+ر+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পান করো।

لَا تُسْرِفُوْا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإسراف মাদ্দাহ س+ر+ف জিনস صحيح অর্থ- তোমরা অপচয় করো না।

لَا يُحِبُّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإحباب মাদ্দাহ ح+ب+ب জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ তিনি ভালোবাসেন না।

اَلْمُسْرِفِيْنَ : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإسراف মাদ্দাহ س+ر+ف জিনস صحيح অর্থ অপচয়কারীগণ।

তারকিব

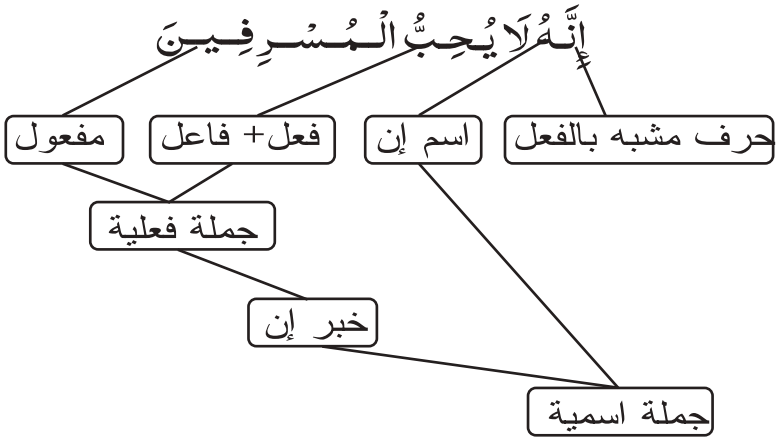

নাজিলের প্রেক্ষাপট

জাহেলি যুগে আরবরা উলঙ্গ হয়ে কাবা শরিফ তাওয়াফ করতো এবং হজ্জের দিনগুলোতে ভালো খানা খাওয়াকে গুনাহের কাজ মনে করতো। তাদের এ ভ্রান্ত কাজ-কর্মের মুলোৎপাটন করে মুমিনদেরকে উত্তম নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

মূল বক্তব্য

ইসলাম সুন্দর ধর্ম। সৌন্দর্যকে পছন্দ করে। এজন্য আল্লাহ তাআলা নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধান করার আদেশ করেছেন। খাদ্য-পানীয় গ্রহণের ক্ষেত্রে অপচয়কে নিষেধ করেছেন। কারণ অপচয় করা শয়তানি খাছলাত এবং আল্লাহ তাআলাও তা পছন্দ করেন না। তাই অপচয় থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। এটাই আয়াতের উদ্দেশ্য।

টীকা

নামাজে পোশাকের হুকুম: পোশাক পরিধান করে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি হচ্ছে- পুরুষের জন্য নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাতের তালু পায়ের পাতা ছাড়া বাকি সম্পূর্ণ শরীর নামাজের সময় ঢাকা ফরজ। একে সতর বলে। নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য সতর ঢাকা ফরজ। এ হলো ফরজ পোশাকের কথা, যা না হলে নামাজই হয় না। নামাজে শুধু সতর আবৃত করাই কাম্য নয়, বরং আয়াতে সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করতে বলা হয়েছে। তাই পুরুষের খালি মাথায় নামাজ পড়া কিংবা কনুই খুলে নামাজ পড়া মাকরুহ। হাফ শার্ট পরিহিত অবস্থায় হোক কিংবা আস্তিন গোটানো অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় মাকরুহ।

হজরত হাসান বসরি (র) নামাজের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তাই আমি তার সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। আল্লাহ বলেছেন- خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে। (সূরা আরাফ, ৩১)

إِسْرَاف:

إِسْرَاف অর্থ- অপচয় করা। এটা হারাম কাজ। বৈধ কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাকে إِسْرَاف বলে। ইসলামে পানাহারের আদেশ করার সাথে সাথে إِسْرَاف কে নিষেধ করা হয়েছে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার ফরজ। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দূর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরজ কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম হয় তবে সে আল্লাহ তাআলার কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।
আবার ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। ইসলামে উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

তাই পানাহারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

এবং যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না। বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। (সূরা ফুরকান, ৬৭)

হজরত ওমর (রা) বলেন, বেশি পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। (রুহুল মাআনি)

অপচয়কারী শয়তানের ভাই। অপচয় করলে জীবনে বরকত হয় না। হাদিস শরিফে আছে—

مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মধ্যমপন্থায় ব্যয় করে সে দরিদ্র হয় না। তাই জীবন যাপনে মধ্যমপন্থী হতে হবে।

আয়াতের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

তাফসিরে مَعَارِفُ الْقُرْاٰنِ এ বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে কয়েকটি শিক্ষা পাওয়া যায়। যথা—

১. নামাজে সুন্দর পোশাক ও সুসজ্জিত হতে হবে।
২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা অপচয়।
৩. আল্লাহ তাআলা ও রসুলের নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করাও অপব্যয়।
৪. যেসব বস্তু আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন তা হারাম মনে করা মহাপাপ।
৫. পেট ভরে খাওয়ার পর আহার করা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।
৬. এত কম খাওয়া যাবে না- যাতে শরীর দূর্বল হয়ে পড়ায় ফরজ কাজে ব্যাঘাত ঘটে।
৭. সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও পাপ।
৮. মনে কিছু চাইলেই তা খাওয়া অপচয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. إِنَّ কোন প্রকারের হরফ?

ক. حرف العلة
খ. حرف مشبه بالفعل
গ. الحرف الشمسي
ঘ. الحرف القمري

২. كلوا এর মাদ্দাহ কী?

ক. ك+ل+و
খ. ك+ل+ا
গ. أ+ك+ل
ঘ. ل+و+ا

৩. হাতের কনুই খোলা রেখে নামাজ পড়া কী?

ক. حرام
খ. مكروه
গ. مباح
ঘ. خلاف أولى

৪. إسراف এর হুকুম কী?

ক. حرام খ. مكروه

গ. مباح ঘ. خلاف أولى

৫. অপচয়কারীকে আল-কুরআনে কী বলা হয়েছে?

ক. শয়তানের বন্ধু খ. শয়তানের ভাই

গ. শয়তানের বাবা ঘ. শয়তানের বোন

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. তারকিব করো– خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

২. اسراف অর্থ কী? اسراف এর কুফল বর্ণনা করো।

৩. নিম্নের শব্দসমূহের তাহকিক করো : خُذُوْا، اِشْرَبُوْا، لَايُحِبُّ ، اَلْمُسْرِفِيْنَ ـ

চতুর্থ অধ্যায়
তাজভিদ শিক্ষা

প্রথম পাঠ
তাজভিদের গুরুত্ব ও পরিচয়

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব

আল কুরআনুল কারিম আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম। এতে মানবজীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই কুরআন মাজিদ পাঠ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবে অশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করা যাবে না। কারণ তাতে কঠিন গুনাহ হয়। হাদিস শরিফে আছে–

رُبَّ تَالٍ لِّلْقُرْاٰنِ وَالْقُرْاٰنُ يَلْعَنُهُ – (كذا في الإحياء عن انس)

অর্থ : কুরআনের অনেক পাঠক আছে, কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। অর্থাৎ যারা শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করে না।

শুদ্ধরূপে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে- وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا (سورة المزمل)

অর্থ : আর কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। আর তারতিল বলা হয়- শুদ্ধরূপে আস্তে আস্তে পাঠ করাকে।

তাই শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য عِلْمُ التَّجْوِيْدِ শিক্ষা করা কর্তব্য।

তাজভিদের পরিচয়

تَجْوِيْدٌ মানে সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন পাঠ করলে পঠন সুন্দর ও শুদ্ধ হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পাঠ করা সকল ওলামার ঐকমত্যে ফরজ।

তাই আমাদের আরবি হরফের মাখরাজ, সিফাত, নুন সাকিন ও তানভিনের আহকাম ইত্যাদি তাজভিদের নিয়ম-কানুন জানা দরকার। যাতে আরবি হরফকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত করা যায়।

দ্বিতীয় পাঠ

আরবি হরফসমূহের মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ অর্থ- বের হওয়ার স্থান। পরিভাষায়-আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। ইলমে তাজভিদে মাখরাজের গুরুত্ব অপরিসীম। হরফের মাখরাজ না জানলে সঠিক উচ্চারণ সম্ভব নয়। অনেক সময় ভুল উচ্চারণের কারণে কুরআন মাজিদের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। যাতে নামাজও নষ্ট হয়। আরবি ভাষায় ২৯টি হরফ উচ্চারণের মোট মাখরাজ (১৬+১) = ১৭টি।

এক. হলকের শুরু হতে ء ও ه উচ্চারিত হয়। যেমন- اَهْ.اَءْ

দুই. হলকের মধ্যখান হতে ع ও ح উচ্চারিত হয়। যেমন- اَحْ–اَعْ

তিন. হলকের শেষ হতে غ ও خ উচ্চারিত হয়। যেমন- اَخْ–اَغْ

এ ছয়টি (ء–ه–ع–ح–غ–خ) হরফকে একত্রে হরফে হলকি বা কণ্ঠনালীর হরফ বলে।

চার. জিহবার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ق উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَقْ

পাঁচ. জিহবার গোড়া হতে একটু আগ বাড়িয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ك উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَكْ

ছয়. জিহবার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ج–ش–ي উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَجْ.اَشْ.اَيْ

সাত. জিহবার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের সাথে লাগায়ে ض উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَضْ

আট. জিহবার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লাগায়ে ل উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَلْ

নয়. জিহবার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ن উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَنْ

দশ. জিহবার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগায়ে ر উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَرْ

এগার. জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগায়ে ط–د–ت উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَتْ–اَدْ–اَطْ

বার. জিহবার আগা সামনের নীচের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ص.س.ز উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَصْ.اَسْ.اَزْ

তের. জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ظ-ذ-ث উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَظْ-اَذْ-اَثْ

চৌদ্দ. নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লাগায়ে ف উচ্চারণ করতে হয়। যেমন- اَفْ

পনের. দুই ঠোঁট হতে و-ب-م উচ্চারিত হয় و ঠোঁট গোল করে মুখ খোলা রেখে, ب ঠোঁটের ভিজা জায়গা হতে এবং م দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হতে উচ্চারিত হয়। যেমন-اَمْ-اَبْ-اَوْ

ষোল. মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের অক্ষর পড়তে হয়। যেমন- بَا-بِيْ-بُوْ

সতের. নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। যেমন- مَنْ يُّؤْمِنُ-اِنَّ

তৃতীয় পাঠ
নুন সাকিন ও তানভিনের বিধান

নুন-এর উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন এবং দুই যবর, দুই যের এবং দুই পেশকে তানভিন বলে। নুন সাকিন (نْ) তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একত্রে উচ্চারিত হয়। পৃথকভাবে একাকী উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন নুন সাকিন (نْ) হামজার সাথে মিলে আন (اَنْ) হলো।

আর তানভিন কোনো হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। এ জন্য তাকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত করলে, তখন তানভিনে একটি গুপ্ত নুন উচ্চারিত হয়। যেমন- اًاٍاٌ এক্ষেত্রে নুন গুপ্ত রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ اَنْ اِنْ اُنْ

নুন সাকিন (نُوْن سَاكِن) ও তানভিন (تَنْوِيْن) পাঠ করার নিয়ম চার প্রকার। যথা-

১. ইজহার (اِظْهَار) (স্পষ্ট করা) ২. ইকলাব (اِقْلَاب) (পরিবর্তন করা)

৩. ইদগাম (اِدْغَام) (মিলিত করা) ৩. ইখফা (اِخْفَاء) গোপন করা।

১. ইজহার (اِظْهَار) : এর শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করে পাঠ করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে- নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হুরুফে হলকি (ء-ه-ح-خ-ع-غ) ছয়টির কোনো একটি আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে তার নিজ মাখরাজ থেকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট উচ্চারণ করা। যথা-

عَذَابٌ اَلِيْمٌ-عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-مِنْ اَمْرٍ-مِنْ خَيْرٍ

উল্লেখ্য, নুন সাকিন এবং তানভিন উভয়ের মধ্যে উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন ওয়াক্‌ফ (وَقْف) এবং ওয়াসল (وَصْل) উভয় অবস্থায় নিজ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন- مِنْ قَبْلُ۔رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ইত্যাদি।

ওয়াক্‌ফ অবস্থায় তানভিন উচ্চারিত হয় না; বরং তা সাকিন হয়ে যায়। যেমন- اَللّٰهُ اَحَدٌ এখানে দাল-এর তানভিন উচ্চারিত না হয়ে সাকিন হয়েছে। অর্থাৎ اَحَدْ হয়েছে। কিন্তু ওয়াসাল (মিলিত) অবস্থায় তানভিন উচ্চারিত হয়। যথা- مَآءٍ دَافِقٍ শব্দের হামযা (ء) এর তানভিন উচ্চারিত হয়েছে। যবরের অবস্থায় ওয়াক্‌ফ হলে একটি যবর আলিফ দ্বারা বদল করে পড়তে হয়। যথা– كُفُوًا أَحَدًا

২. ইকলাব (اِقْلَاب) : অর্থ পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হরফ হলে নুন সাকিন ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করাকে ইকলাব (اِقْلَاب) বলে। এ স্থলে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুন্নাহর সাথে পাঠ করতে হয়। যেমন- مِنْ بَعْدِ۔سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ইত্যাদি।

৩. ইদগাম (اِدْغَام) : অর্থাৎ মিলিত করা। ইদগামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- اِدْخَالُ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ অর্থাৎ একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করানো। আর তাজভিদ শাস্ত্রে ইদগাম হলো- একটি হরফকে অন্য একটি হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করা। এক্ষেত্রে প্রথম হরফটি দ্বিতীয় হরফের মধ্যে এমনভাবে মিলিত হবে যাতে প্রথম হরফের মাখরাজ ও সিফাত বিলীন হয়ে দ্বিতীয় হরফের রূপ ধারণ করে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় হরফটি তাশদিদযুক্ত হবে। একে ইদগামে তাম (اِدْغَام تَامٌّ) বলে। যথা– مِنْ رَّبِّكَ আর পরস্পর দুটি হরফ মিলিত হওয়ার পরে প্রথম হরফটির কিঞ্চিৎ মাখরাজ ও সিফাত উচ্চারিত হলে তাকে ইদগামে নাকেস (اِدْغَام نَاقِصٌ) বলে। যথা– مِنْ وَّالٍ

ইদগামের হরফ ছয়টি; যথ: ي-ر-م-ل-و-ن একত্রে يَرْمَلُوْنَ বলে।

ইদগাম দুই প্রকার। যথা- ১. ইদগাম মাআল গুন্নাহ (اِدْغَام مَعَ الْغُنَّة)

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (اِدْغَام بِلَاغُنَّة)

১. ইদগাম মাআল গুন্নাহ (اِدْغَام مَعَ الْغُنَّة): নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ২য় শব্দের শুরুতে ইদগামের চারটি হরফ ي-م-ن-و (একত্রে يمنو)- এর কোনো একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে তার পরবর্তী হরফের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম মাআল গুন্নাহ বলে। যেমন- قَوْمٌ يَّعْقِلُوْنَ۔مِنْ مَّالٍ۔مِنْ وَّالٍ ইত্যাদি।

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (اِدْغَام بِلَاغُنَّة) : নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ২য় শব্দের শুরুতে ইদগামের দুটি হরফ ر ـ ل -এর কোনো একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে নিজ মাখরাজ ও সিফাত বিলীন করে গুন্নাহ ব্যতীত ইদগাম করে পাঠ করাকে ইদগামে বিলা গুন্নাহ (اِدْغَام بِلَاغُنَّة) বলে। একে ইদগামে তাম বা পরিপূর্ণ ইদগামও বলে। যেমন- رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ مِنْ رَّبِّهِمْ ـ مَنْ لَّا يُحِبُّ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চার স্থানে ইদগাম হয় না। যেমন- دُنْيَا ـ بُنْيَانٌ ـ صِنْوَانٌ ـ قِنْوَانٌ ـ এ সকল স্থানে ইদগাম না হওয়ার কারণ এই যে, এখানে একই শব্দে নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইদগামের হরফ হয়েছে। এটা ইদগামের নিয়মের পরিপন্থী হওয়ার কারণে ইদগাম হয়নি। ইদগাম হতে হলে দুই শব্দে দুই হরফ থাকতে হয়। আর ইদগামের উদ্দেশ্য হলো কঠিন উচ্চারণকে সহজ করা। পক্ষান্তরে উক্ত শব্দসমূহে ইদগাম করলে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়। যেমন- دُنْيَا কে دُنْيَا, بُنْيَانٌ কে بُنْيَانٌ, قِنْوَانٌ এবং صِنْوَانٌ কে صِنْوَانٌ

৪. ইখফা (إِخْفَاء) : ইখফা বলতে বোঝায় নুন সাকিন ও তানভিনকে এমনভাবে গোপন করে পাঠ করা যাতে তা ইজহার ও ইদগাম উচ্চারণের মাঝামাঝি অবস্থায় উচ্চারিত হয়।

তাজভিদ বিশারদগণের অভিমত اَلْاِخْفَاءُ حَالَةٌ بَيْنَ الْاِظْهَارِ وَالْاِدْغَامِ অর্থাৎ ইজহার এবং ইদগামের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইখফা বলে। সুতরাং ইখফার হরফের যে কোনো একটি হরফ নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে গুন্নাহ সহকারে ইখফা (اِخْفَاء مَعَ الْغُنَّة) করতে হয়। একে ইখফায়ে হাকিকি বলে।

ইখফার হরফ পনেরটি

ت ـ ث ـ ج ـ د ـ ذ ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ف ـ ق ـ ك

ইখফার উদাহরণ

لَنْ تَنَالُوا ـ مِنْ ثَمَرَاتٍ ـ يَنْسِلُوْنَ ـ عَمَلًا صَالِحًا ـ مَآءٍ دَافِقٍ

চতুর্থ পাঠ
মিম সাকিনের বিধান

মিম (م) হরফের উপর জযম হলে তাকে মিম (مْ) সাকিন বলে। উক্ত মিম সাকিন পাঠ করার নিয়ম তিন প্রকার। যথা–

১. ইখফা (اِخْفَاء)

২. ইদগাম (اِدْغَام)

৩. ইজহার (اِظْهَار)

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. ইখফা (اِخْفَاء)

মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) হরফ হলে ঐ মিম সাকিনকে اِخْفَاء مَعَ الْغُنَّة বা গুন্নাহ সহকারে ইখফা (اِخْفَاء) করতে হয়। উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ গুন্নাহ লোপ পায় এবং এক আলিফ থেকে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। একে ইখফায়ে শাফাভি বলে। যেমন- وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ۔تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ ইত্যাদি।

২. ইদগাম (اِدْغَام)

মিম সাকিনের পরে আরো একটি হরকতযুক্ত মিম হলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ সহকারে পাঠ করাকে ইদগাম বলে। এটা উচ্চারণকালে তাশদিদযুক্ত মিমের ন্যায় উচ্চারিত হয় এবং গুন্নাহর কোনো পরিবর্তন হয় না। এ ইদগামকে মিসলাইন (সগির) বলে। যেমন- فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ۔اَمْ مَّنْ خَلَقَ۔عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ইত্যাদি।

৩. ইজহার (اِظْهَار)

মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) এবং 'মিম' (م) ব্যতীত বাকি সাতাশ হরফের কোনো একটি হরফ হলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করতে হয়। যেমন- اَلْحَمْدُ ۔ اَنْعَمْتَ ۔ اَلَمْ تَرَ ۔ وَهُمْ خَالِدُوْنَ ইত্যাদি।

পঞ্চম পাঠ

মাদ্দের বিবরণ

মাদ্দ (مَـدٌّ) শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা। পরিভাষায়-কুরআন কারিমের অক্ষরগুলোকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘ উচ্চারণে পড়াকে মাদ্দ বলে।

মাদ্দের হরফ

মাদ্দের হরফ ৩টি। যথা- (১)। (الف) যখন খালি থাকে এবং তার ডানে যবর থাকে। (২) (واو) و যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে পেশ থাকে। (৩) (ياء) ي যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানে যের থাকে। উদাহরণ : نُوْحِيْهَا তবে যদি و সাকিন ও ي সাকিনের ডানে যবর থাকে তাহলে উক্ত و ও ي কে লিনের হরফ বলে। جَيْ-بَوْ

মাদ্দের পরিমাণ

মাদ্দ এক থেকে চার আলিফ পর্যন্ত করা যায়। দুটি হরকত একসাথে উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তাই হলো এক আলিফ। যেমন-بَ+بَ বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তা এক আলিফের পরিমাণ।

অথবা, হাতের একটি আঙুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, দুটি আঙুল বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু'আলিফ, এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

মাদ্দের প্রকারভেদ

পরিমাণের দিক থেকে মাদ্দ তিন প্রকার। যথা—

(১) এক আলিফ মাদ্দ
(২) তিন আলিফ মাদ্দ
(৩) চার আলিফ মাদ্দ।

এক আলিফ মাদ্দের বর্ণনা

এক আলিফ মাদ্দ ৩ প্রকার। যথা- ১। মাদ্দে তবায়ি , ২। মাদ্দে বদল, ৩। মাদ্দে লিন।

মাদ্দে তবায়ি

যবরওয়ালা অক্ষরের পর খালি আলিফ, পেশ ওয়ালা অক্ষরের পর সাকিন ওয়ালা ওয়াও এবং যের ওয়ালা অক্ষরের পর সাকিন ওয়ালা ইয়া হলে উক্ত অক্ষরের হরকতকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। একে মাদ্দে তবায়ি বা মাদ্দে জাতি বা মাদ্দে আছলি বলে। যেমন : نُوْحِيْهَا

মাদ্দে বদল

বদল অর্থ- পরিবর্তন করা। হামজা সাকিনকে তার পূর্বের হরফের হরকত অনুযায়ী মাদ্দের হরফ (ا ـ و ـ ي) দ্বারা বদল করে পড়াকে মাদ্দে বদল বলে। ইহা এক আলিফ টানতে হয়। যেমন : اٰمَنَ মূলে اَأَمَنَ ছিল।

মাদ্দে লিন

লিনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে লিন বলে। ডান দিকের অক্ষরকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-خَوْفٌ۔بَيْتٌ

তিন আলিফ মাদ্দের বর্ণনা

তিন আলিফ মাদ্দ দুই প্রকার। যথা–

১। মাদ্দে আরেজি
২। মাদ্দে মুনফাছিল।

মাদ্দে আরজি

মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হলে তাকে মাদ্দে আরেজি বলে। এমতাবস্থায় ডান দিকের হরকতকে ৩ আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : يَرْجِعُوْنَ۔رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

মাদ্দে মুনফাছিল

মাদ্দের হরফের পরে ২য় শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাছিল বলে। ইহা তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমনঃ وَمَآ اُنْزِلَ۔لَآ اَعْبُدُ

চার আলিফ মাদ্দের বর্ণনা :

চার আলিফ মাদ্দ পাঁচ প্রকার। যথা–

১. মাদ্দে মুত্তাছিল
২. মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ
৩. মাদ্দে লাজিম হরফি মুছাক্কাল
৪. মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ
৫. মাদ্দে লাজিম কালমি মুছাক্কাল

মাদ্দে মুত্তাছিল

মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুত্তাছিল বলে। ইহা চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : جَــآءَ-شَــآءَ

মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ

যে সমস্ত হরফে মুকাত্তায়াত- এর নাম ৩ অক্ষর বিশিষ্ট তার বামে তাশদিদ না থাকলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুখাফফাফ বলে। হরফকে চার আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন-حٰـمٓ-صٓ-نٓ

মাদ্দে লাজিম হরফি মুছাক্কাল

যে সমস্ত হরফে মুকাত্তয়াত-এর নাম ৩ অক্ষর বিশিষ্ট তার বামে তাশদিদ থাকলে তাকে মাদ্দে লাজিম হরফি মুছাক্কাল বলে। হরফকে ৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন : طٰسٓـمّٓ-الٓمّٓ

মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ

একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে সাকিন হরফ আসলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুখাফফাফ বলে। যেমন : آٰلْـــئٰـــنَ

মাদ্দে লাজিম কালমি মুছাক্কাল

একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে তাশদিদ ওয়ালা হরফ আসলে তাকে মাদ্দে লাজিম কালমি মুছাক্কাল বলে। যেমন : دَآبَّــةٌ-وَلَا الــضَّـــآلِّــيْــنَ

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরটি লেখ :

১. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন কারিম পাঠ করা কী?

ক. فرض খ. واجب

গ. سنة ঘ. مستحب

২. কণ্ঠনালীর মধ্যখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফ?

ক. غ খ. ع

গ. ء ঘ. ل

৩. إخفاء এর উদাহরণ কোনটি?

ক. مِنْ خَوْف খ. عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

গ. مِنْ جُوْعٍ ঘ. اَلَمْ تَرَ

৪. مِنْ وَّالٍ - এর মধ্যে কোন কায়দা প্রযোজ্য হবে?

ক. ادغام مع الغنة খ. ادغام بلاغنة

গ. اخفاء شفوي ঘ. إظهار حقيقي

৫. وما هم بمؤمنين -এর মধ্যে দাগ দেওয়া অংশে কিসের কায়দা?

ক. اخفاء খ. ادغام

গ. اظهار ঘ. إقلاب

খ. প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ইলমে তাজভিদ কাকে বলে? ইলমে তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের হুকুম ও গুরুত্ব বর্ণনা করো।

২. মাখরাজ কাকে বলে? তা কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৩. নুন সাকিন ও তানভিন কাকে বলে? তা পাঠ করার নিয়ম কয়টি ও কী কী উদাহরণ দাও।

৪. মীম সাকিনের আহকাম কয়টি ও কী কী? আলোচনা করো।

৫. মাদ্দ কাকে বলে? এর হরফ কয়টি? মাদ্দের পরিমাণ নির্ণয়ের নিয়ম বর্ণনা করো।

শিক্ষক নির্দেশিকা

কুরআন মাজিদে মানব জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। এতে একদিকে যেমনিভাবে মানব জীবনের আত্মিক বিষয় বিবৃত হয়েছে, তেমনিভাবে মানুষের জাগতিক কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট বিধানাবলি ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডার কুরআন মাজিদ থেকে এসব নির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য আল কুরআন অধ্যয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন মাজিদকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু মানব জীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়ায় শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তাই বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদের শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক

বিজ্ঞানমনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ কর্মী, মূল্যবোধ সম্পন্ন সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা মোতাবেক কুরআন মাজিদের উপর একটি ভূমিকা, মুখস্থ করণের জন্য কিছু সূরা এবং বিষয়ভিত্তিক কুরআন মাজিদের আয়াত উল্লেখ করে তার মুলবক্তব্য, শানে নুজুল, প্রয়োজনীয় টীকাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক আলোচনার প্রতি বিষয়ের শেষে অনুশীলনের নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক মুখস্থ নির্ভরতা পরিহার করে দক্ষতা ভিত্তিক অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও নিম্নে কিছু পরামর্শ সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদত্ত হলো।

১। যেহেতু আল কুরআন আল্লাহর বাণী সংবলিত মহাগ্রন্থ, সেহেতু পুস্তকটির পাঠ শুরুর প্রাক্কালে ১/২টি ক্লাসে এর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা দরকার। যাতে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গ্রন্থটি জানার ও অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুস্তকের মধ্য বাহির হতে মর্মস্পর্শী কিছু ঘটনা পেশ করা যেতে পারে।

২। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন।

৩। প্রথমত আয়াতের সরল অনুবাদ শিক্ষা দিবেন। এক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণ ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দিবেন। বিশেষ বিশেষ আয়াত মুখস্থ করাবেন।

৪। তাহকিক ও তারকিব ব্লাকবোর্ডের সাহায্যে অনুশীলন করাবেন।

৫। আখলাক সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠদানের ক্ষেত্রে সৎচরিত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি তার ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

৬। ইমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলো পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করবেন।

৭। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তা তাজভিদসহ পাঠ করত অর্থসহ মুখস্থকরণের প্রতি গুরুত্ব দিবেন।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষাসমূহ ছাড়াও পাঠদানের মধ্যে পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করলে পাঠ মুল্যায়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

৯। পরিশেষে আবারো সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, একজন শিক্ষাদরদি, নিষ্ঠাবান, কর্তব্য পরায়ণ শিক্ষকই পারেন তার শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের বিকল্প নেই।

সমাপ্ত

২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি : কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

তিনি (আল্লাহ) সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

– সূরা মুলক : ১

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য